ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 July, 2023 ■ আগরতলা ২০ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাজেটে ৩৯.৮১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার

সহজ সরল জনজাতিদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ঃ রতন নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাজেটে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য ৩৯.৮১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রেখেছে ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে বাজেটে অধিক অর্থ বরাদ্দ রেখেছে। আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জোর গলায় একথা বলেন কৃষি মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কটাক্ষ, বাজেটে জনজাতিদের জন্য কেবলমাত্র ২ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়টি তুলে ধরে কতিপয় রাজনৈতিক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

এদিন শ্রী নাথ বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মূল বাজেট থেকে কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি, ঋণ ও সুদ পরিশোধ, পেনশন এবং অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের অর্থ বাদে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বাকি ১৪ হাজার ৮৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সংবিধানের নিয়মানুযায়ী জনজাতিদের স্বার্থে বাজেটে ৩১ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ রাখার অধিক টাকা ত্রিপুরার সরকার বরাদ্দ রেখেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার ইতিহাসে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে দিন দুপুরে যুবককে অপহরণ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। প্রকাশ্য দিবালোকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে বিশালগড় ব্লক চৌমুহনী এলাকায়। ওই ঘটনাকে ঘিরে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

অপহৃত যুবকের পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, বিশালগড় দুই নং গৌতম নগর এলাকার যুবক মনোজিৎ দেব (৩২) আজ দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। বিশালগড় ব্লক চৌমুহনি এলাকায় আসতেই আচমকা মনোজিতের সামনে চার-পাঁচ বাইক আরোহী তার পথ আটকায়। তাঁকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তাঁর পরিবারের সদস্যদের খবর পাঠিয়েছে। পরিবারের লোকজন বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, কি কারণে মনোজিৎ---কে অপহরন করা হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।

দেবদারুতে নিখোঁজ যুবক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। একদিনের মধ্যে নিখোঁজ যুবককে উদ্ধার করলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনেজানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত তেজা মগ পাড়ার বাসিন্দা কনজুরি মগ (১৮) মঙ্গলবার নিখোঁজ হয়েপরে।

এইবিষয়ে পরিবারের লোকজন দেবদারু ফাঁড়ী থানায় জানানোর পর নিখোঁজ যুবকে উদ্ধার করতে মাঠেনামে দেবদারুফাঁড়ী থানার পুলিশ। অবশেষে বুধবার সকালবেলা বিলোনিয়া রেলষ্টেশন সংলগ্ন এলাকাথেকে নিখোঁজ যুবকে খুঁজে বেরকরাহয়। দেবাদরু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে এইধরনের সাফল্য অর্জনকরে। পরবর্তীসময় নিখোঁজ যুবককে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহয়। ওসি বকুল রিয়াং এর এইধরনের সফলতায় খোবই খুশি দেবদারুর লোকজনেরা।

ত্রিপুরায় পুনর্বাসন পাওয়ায় মিজোরামের ভোটার তালিকা থেকে কাটা হল ৬ হাজার নাম

আইজল, ১৯ জুলাই (হি.স.)।। মিজোরামে ভোটার তালিকা থেকে ৬ হাজারের বেশি ব্রু ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালে ব্রু—দের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পর ত্রিপুরায় বসতি স্থাপনের জন্য তাঁদের নাম রাজ্য ভোটার তালিকা থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

মিজোরামের নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের তিন জেলা যথাক্রমে মামিত, কোলাশিব এবং লুংলেই---এর নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের ছয় হাজারের বেশি ব্রু ভোটারের নাম ছাটাই করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, আগামী ২ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ব্রু ভোটারদের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান সংশোধনী প্রক্রিয়ার পর আগামী ৪ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ওই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ওই চুক্তির বলে ত্রিপুরায় আশ্রিত ৫,৪০০ রিয়াং পরিবারের ৩৪ হাজার উদ্বাস্তুর স্থায়ী পুনর্বাসন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। প্রত্যেক পরিবার পিছু এককালীন চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করা হবে, যা দু'বছর পর নগদে পাওয়া যাবে। এছাড়া দু-বছর যাবৎ প্রতিটি পরিবারকে নিঃশুল্ক রেশনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মাসিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে দেড় গণ্ডা করে ভূমির উপর দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে গৃহনির্মাণ করে দেওয়ার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

ওই চুক্তি সম্পাদনের পর ইরোনেট (ইআরও-নেট)-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন ব্রু ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু মিজোরামের প্রধান নির্বাচন আধিকারিক পদে মধুপ ব্যাস দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের নির্বাচন দফতরের প্যান্ডিং সব কাজ দ্রুত শেষ করতে পদক্ষেপ নেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে মিজোরামের মামিথ জেলার দুয়াপায় মিজো বনরক্ষীকে নৃশংসভাবে খুন করেন ব্রু উগ্রবাদীরা। তার পর থেকে মিজোরামে রিয়াংদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। বহু ব্রু গ্রাম মিজোদের হিংসার আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তখন আত্মরক্ষায় ভিটেমাটি ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মিজোরামের ব্রু জনগোষ্ঠী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে শুরু করেন। মিজোরামের মামিথ, কোলাশিব এবং লুংলেই জেলা থেকে হাজার হাজার শরণার্থী ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেন। মানবিকতার খাতিরে ত্রিপুরায় মিজোরামের ব্রু জাতিগোষ্ঠীর অসহায় পরিবারগুলিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করে তদানীন্তন রাজ্য সরকার।

মদমত্ত লরি চালকের তান্ডবে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। মদমত্ত লরি চালকের তান্ডবে আহত তিনজন। নাবালক সহ চালকের গাড়ি চালানোর খেসারত দিল পথ চলতি মানুষ সহ বাইক আরোহী। ঘটনা বুধবার রাজধানীর চন্দ্রপুর এলাকায়।একটি ট্রাক দ্রুত বেগে ধেয়ে এসে চন্দ্রপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে দারিয়ে থাকা একাধিক বাইক ও স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে।

এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে রাস্তার পাশে থাকা মানুষদের মধ্যে। গাড়িটি বাইক ও স্কুটি গুলিতে ধাক্কা মেরে আর এগুতে পারেনি।অবস্থা বেগতিক বুঝে ট্রাক চালক গাড়িটিকে পিছুতে যায়। এতে পেছনে থাকা টমটম ও বাইকের একাধিক আরোহী আহত হয়। এরপর স্থানীয়জনতা গাড়িটিকে আটক করে। আটক করা হয় নাবালক সহ চালককে। খবর দেওয়া হয় দমকল ও পুলিশে। দমকল কর্মীরা ঘটনা স্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে জিবিতে নিয়ে যায়।

অন্যদিকে নাবালক গাড়ির সহ- চালক জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ে। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে নেয়। নাবালক সহ চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিল বলে দাবী করেন স্থানীয়বাসিন্দারা।

রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ত্রিপুরা সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। আগামী ২১ জুলাই তিনি ত্রিপুরায় আসবেন। তার আগে, ২০ জুলাই তিনি অসম সফরে আসবেন।

পিআইবি আগরতলার ডেপুটি ডিরেক্টর মিডিয়া এন্ড কম্যুনিকেশন শুভাশীষ চন্দ জানিয়েছেন, আগামী ২১ জুলাই দুপুর সাড়ে তিনটায় আগরতলায় মন্ত্রী বাড়ি রোড স্থিত নেতাজী চৌমুহনীতে গড়ে উঠা জিএসটি ভবনের উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ত্রিপুরা সফরে আসছেন। তিনি ওই জিএসটি ভবনের উদ্বোধন করবেন।

মূলত, তিনি ২০ জুলাই থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য সফর শুরু করবেন। ২০ জুলাই তিনি গুয়াহাটি যাবেন। ২১ জুলাই সকালে সেখানে সিবিআইসি দ্বারা আয়োজিত বিনিয়োগ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠান সেওইদিন রে তিনি আগরতলায় আসবেন। আগরতলায় জিএসটি ভবন উদ্বোধন ছাড়াও তিনি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলির পর্যালোচনা বৈঠকে বসবেন। ২২ জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীমন্তপুর আইসিপি পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে আইসিপি, জেটি এবং বাংলাদেশ সীমান্ত গেইট পরিদর্শন করবেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি বিকেলে দিল্লি ফিরে যাবেন।

স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বেধরক মারধরে গুরুতর আহত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসেন গৃহবধূ। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন গোপীনগর এলাকায়। অভিযোগ, পুটিয়ার তাঞ্জিনা আক্তারকে তিন বছর আগে বিয়ে করেছিলেন বিশালগড় গোপীনগরের মুস্তফা আলি। বিয়ের পর থেকেই নাকি অত্যাচার চলে আসছে বধূর উপর। গ্রামে সালিশি সভাও হয়। কিন্তু কোনও কাজ না হওয়ায় বাপেরবাড়ি চলে যান গৃহবধূ। বুধবার খবর যায় স্বামী নাকি দ্বিতীয় বিয়ে করে ফেলেছেন।

সেই খবর পেয়ে গৃহবধূ বাপের বাড়ি থেকে ছুটে আসেন স্বামীর বাড়িতে। অভিযোগ, তখনই তিন ভাই মিলে গৃহবধূকে মারধর করে রাস্তায় ফেলে রাখে। অভিযুক্তরা হল স্বামী মুস্তফা আলি ও ময়নাল হোসেন পেশায় পুলিশকর্মী, সেনাবাহিনীতে কর্মরত মোমিন মিয়া এবং ফায়ার সার্ভিস কর্মী জাকির হোসেন।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে গৃহবধূকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ গিয়ে তিন ভাইকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। অপর অভিযুক্ত জাকির ঘটনার পর নাকি কর্মস্থলে চলে যায়।আবার সে নিজেও ভাইয়ের স্ত্রীকে সহকর্মীদের সাথে উদ্ধার করতে বাড়িতে আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করতে গিয়ে মিড ডে মিলের ঘরে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করতে গিয়ে ঠিকাদার বুল ডোজারে গুঁড়িয়ে দিল মিড ডে মিলের ঘর। ঘটনা গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। এই বিষয়ে ডুম্বুরনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক থৈসা মগ জানান, বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একটি দ্বিতল পাকা দালান ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সেই মোতাবেক মঙ্গলবার থেকে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার কাজও শুরু করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক আরো জানান, ঠিকাদারকে যেভাবে সাইট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিকাদার তা না মেনে তার মর্জি মাফিক ভাবে কাজ করে পার্শবর্তী গন্ডাছড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মিড ডে মিলের ঘরটি ভেঙে দেয়। তিনি জানান, এ ক্ষেত্রে তার কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।এমনকি জেলা শিক্ষার দপ্তরকেও এ বিষয়ে অবগত করা হয়নি। এরপর স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি সহ বিদ্যালয় পরিদর্শক ঠিকাদারকে একটি মিড ডে মিলের ঘর তুলে দেওয়ার কথা বললে ঠিকাদার মুখের উপর পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। এদিকে রান্নাঘর না থাকার ফলে খোলা আকাশের নিচে গন্ডাছড়া ইংলিশ মিডিয়াম সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রীদের খাবার রান্না করতে হয়।

তাতে বৃষ্টি হলে যেকোনো সময় মিড ডে মিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এখন দেখার জেলা শিক্ষা দপ্তর কি ভূমিকা নেয় ,তার দিকে তাকিয়ে আছেন অভিভাবক মহল। অবৈধভাবে মিড ডে মিলের রান্নাঘর ভেঙ্গে দেওয়ায় দায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনানক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

নাবালিকা অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে দুই যুবককে কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। নাবালিকা অপহরণ এবং ধর্ষণের দায়ে পশ্চিম জেলার বিশেষ পকসো আদালত আজ দুই যুবকের সশ্রম কারাদন্ডের সাজা ঘোষণা করেছে।

মামলার সরকারি আইনজীবী স্পেশাল পিপি পুলক কুমার দেবনাথ জানান, ২০২০ সালের ১০ জুন তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা দেবব্রত দাস এবং বিকি দাস মিলে আগরতলা থেকে এক কিশোরীকে অপহরণ করেছিল। দেবব্রতকে অপহরণ এবং ধর্ষণের দায়ে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করে আদালত। অভিযুক্ত বিকি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে নয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন এসএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নয় দফা দাবিতে শিক্ষা দপ্তরে অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে এসএফআই -এর রাজ্য কমিটির তরফে ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষক স্বল্পতার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। মূলত, কলেজে গেস্ট লেকচারার দিয়ে পঠনপাঠন হচ্ছে।

তাঁর আরও অভিযোগ, ত্রিপুরায় বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ না করে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়ণ করা হয়েছে। তাতে রাজ্যের শিক্ষা নীতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার এবং ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রনয়ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম বিধায়ক শামসুল হক প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ জুলাই।। ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য তথা বক্সনগর কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক শামসুল হক প্রয়াত হয়েছেন।গতকাল গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং চার ছেলে সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর প্রয়াণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি আজ সমস্ত সরকারী কার্য্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ সকালে তাঁর মরদেহ বিধানসভা প্রাঙ্গনে এবং সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তাঁর সহকর্মীরা।

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে শামসুল হক বিধায়ক হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন। তার আগে তিনি বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সোনামুড়া মহকুমা সহ রাজ্য রাজনীতিতে আমৃত্যু কাজ করে গেছেন তিনি। মঙ্গলবার গভীর রাতে তিনি আগরতলা বিধায়ক আবাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সাথে সাথেই তাঁকে জি বি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাত দেড়টা নাগাদ তিনি জি বি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন মহলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং পরিবার পরিজনদের এই বিয়োগ ব্যথা সহ্য করার শক্তি প্রদানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। পাশাপাশি তাঁর প্রয়াণে আজ সমস্ত সরকারী কার্য্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আজ সকালে তাঁর মরদেহ বিধানসভা প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাঁর নশ্বর দেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিধানসভার সদস্যগণ। এদিন উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এদিন তিনি শামসুল হকের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বক্সনগর বিধানসভার মানুষের জন্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কিডনি রোগ মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে

"যদি পরীক্ষা না করেন তাহলে সে জানতেই পারবেন না তার কিডনি সমস্যা শুরু হয়েছে। অনেকের কোন উপসর্গ থাকে না। ফলে তিনি জানতেই পারছেন না অসুখ আছে।"

সন্দীপ বিশ্বাস

কিডনি রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডা: দিলীপ কুমার পাহাড়ির নাম আজ সর্বব্যাপী। তিনি আমার পিতা জাগরণ সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসের চিকিৎসক। এই কিডনি রোগ অনেক অজ্ঞতার কারণেও ঘটছে। তাই, ভাবলাম এই রোগ সম্পর্কে ডা: পাহাড়ির অভিজ্ঞতা কিছুটাও যদি তুলে ধরা যায় তাহলে রোগীরা অনেক উপকৃত হবেন।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে মানুষের জীবন-জীবিকায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। এরই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নানা রোগ। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, নানা রোগের থাবায় জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন প্রতিনিয়ত হার্টের সমস্যা, লিভার, কিডনি, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগের জাতাকলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। সাম্প্রতিককালে কিডনি রোগের সমস্যা রীতিমত মহামারির রূপ নেওয়া শুরু করেছে। ফলে, ওই রোগের লক্ষণ এবং প্রতিকার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের সনামধন্য কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা: দিলীপ কুমার পাহাড়ির সম্প্রতি নেওয়া একান্ত সাক্ষাতকার এখানে তুলে ধরা হল।

প্রশ্ন : রোগীর সেবায় দীর্ঘ কর্মময় জীবন সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর : প্রথমে বলি, ১৯৮৫ সালে আমি কিডনি চিকিৎসায় আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। মেডিসিনে এমডি পাস করার পরে ভাবছিলাম কার্ডিওলজি পড়ব নাকি নেফ্রোলজি নিয়ে পড়াশুনা করব। তখন দেখলাম কিডনি অসুখের পড়াশোনার সুযোগ ভারতে খুব কম ছিল। চণ্ডিগড়ে একমাত্র কলেজ ছিল যেখানে কিডনির অসুখ সংক্রান্ত পড়ানো হত। অন্য জায়গায় তখনো এতটা উন্নতি করেনি। ভেলোর কিংবা এইমসে তখন কিডনির পড়াশোনা ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তখন আমরা দেখলাম কার্ডিওলজি অনেক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু কিডনির রোগ আছে, শুধু চিকিৎসক নেই। কিডনির চিকিৎসায় ট্রেনিং হয়না সব জায়গায়। ফলে ডাক্তারের অভাব খুবই বেশি। কিন্তু রোগ আছে এবং সেই রোগ প্রতিদিন বাড়ছে। সেই অনুভূতি থেকেই কিডনি রোগের চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ পেলাম এবং চণ্ডিগড়ে গিয়ে ভর্তি হলাম।

চন্ডিগড় থেকে পাস করার পর দীর্ঘদিন সরকারি চাকুরীতে ছিলাম। তখন পিজি হাসপাতালে চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলাম। একটানা প্রায় ১৪ বছর সেখানে কিডনি রোগের চিকিৎসা করেছি। পিজি হাসপাতালে তখন কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হতো না। আমরাই প্রথম কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট শুরু করেছিলাম। সফলভাবে কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে। এরপর ডায়ালাইসিস শুরু হল। পর্যায়ক্রমে কিডনি বায়োপসি থেকে শুরু করে ওই রোগের যাবতীয় সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসা এসএসকেএম হাসপাতালে আমার হাত দিয়েই শুরু হয়েছে। ২০০২ সাল থেকেই সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গে কিডনি রোগের সমস্ত চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তারপর কিছুদিন আমেরিকা ছিলাম। সেখান থেকে ফিরে চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছি। তারপর কিছু দিন আরএন ঠাকুর হাসপাতালে কর্মরত ছিলাম। বর্তমানে মেডিকা হাসপাতালে নেফ্রোলজি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছি। বেসরকারি হাসপাতালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাঃ ডি কে পাহাড়ি

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৪৮ ▫ ২০ জুলাই ২০২৩ইং▫ ৩শ্রাবণ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪৩০ বঙ্গাব্দ

‘কাঁদিতেছে পাকিস্তান ?

আইসিসি-র মোট রাজস্বের ৩৮.৪ শতাংশ পাইবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তানের ভাগ্যে ৫.৭৫ শতাংশ। কম রাজস্ব পাওয়ার জন রীতিমতো কাঁদিতেছে পাকিস্তান!২০২৩-২৭ অর্থবর্ষের জন্য আইসিসি তাহাদের নতুন যে আর্থিক বণ্টন মডেল সামনে আনিয়াছে, সেখানে দেখা যাইতেছে যে, মোট ৬০০ মিলিয়ন ডলার পুলের মধ্যে থেকে, আইসিসি-র রাজস্বের সিংহভাগই ঢুকছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পকেটে। শতকরার হিসেবে দেখিলে প্রায় ৩৮.৪ শতাংশ। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড পাইবে ৬.৮৯ শতাংশ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পাইবে ৬.২৫ শতাংশ। পাকিস্তান পাইবে ৫.৭৫ শতাংশ। হিসেব মতো যাহা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ। তবে পাক ক্রিকেট বোর্ড (ঞ্চঙ্খক্ষ) আইসিসি-র এই বণ্টনের প্রতিবাদ করেছে। তাদের ভাগে কম পড়িয়াছে! এই মর্মেই ওয়াঘারে ওপারের ক্রিকেটীয় দেশ কান্নাকাটি শুরু করিয়াছে। বিবৃতি দিয়াই ক্ষোভপ্রকাশ করিয়াছে পিসিবি।’পাকিস্তান বোর্ড বিবৃতিতে লিখিয়াছে, ”পিসিবি তাহার সাংবিধানিক অধিকারে আওয়তার মধ্যে থেকেই, গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আইসিসি-র সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে নিরন্তর চেষ্টা চালাইয়া গিয়াছে, যাহাতে যে-যে খাতে যতটা প্রয়োজন, সেখানে ঠিক ততটুকুই দেওয়া যায়। এর জন্য তাহারা যেখান থেকে যতটুকু তথ্য সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার জন্য কার্পণ্য করেনি। তবে যথেষ্ট তথ্যের অভাব থাকায় পিসিবি মনে করিয়াছে, যে দ্রুততায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।” অতীতের থেকে যে পিসিবি দ্বিগুণ রাজস্ব পাইতেছে।সেটাও তাহারা স্বাগত জানায়নি।” পিসিবি আরও জানাইয়াছে, ”অবশেষে, বেশিরভাগ সদস্যই বিষয়টিকে স্থগিত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন এবং মডেলটি পাস করানোর পক্ষে তাহারা ভোট দিয়াছে। পিসিবি ভিন্নমতই পোষণ করিয়াছে। বাড়তি রাজস্ব পাইলে পাকিস্তান ক্রিকেটীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বেশি করিয়া বিনিয়োগ করিতে পারিত এবং নিজেদের নতুন উচ্চতায় নিয়া যাওয়ার জন্য তাহা উপকারী হইত।”

অন্যদিকে দীর্ঘ টালবাহানর পর এশিয়া কাপের ভ্যানু ও দিনক্ষণ চূড়ান্ত করিয়াছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। তেইশের এশিয়া কাপ শুরু ৩১ অগস্ট থেকে। চলিবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে এই প্রথমবার পাকিস্তানের প্রস্তাবিত হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হইবে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও নেপাল অংশ নিবে এশিয়া কাপে। যুগ্মভাবে এশিয়ার সেরা হওয়ার লড়াই আয়োজন করিবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা ও এশিয়া কাপের মূল আয়োজক পাকিস্তান। পাকিস্তানে হইবে চারটি ম্যাচ ও দ্বীপরাষ্ট্রে হবে ন”টি ম্যাচ। গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচের পর খেলা গড়াইবে সুপার ফোরে। সেখান থেকে ফাইনালে দুই দল। পিসিবি জানাইয়াছে যে, চলতি সপ্তাহে হাইব্রিড মডেলের সূচির ঘোষণা করিবে তাহারা।’

জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবালে সরকারি কলেজে বিধ্বংসী আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা !

শ্রীনগর, ১৯ জুলাই (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি সরকারি কলেজে। বুধবার গান্ডেরবাল জেলায় সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজে বিধ্বংসী আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে কলেজটি। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীদের দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা। এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। কলেজ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্ক বেশি ছড়িয়ে পড়ে।

গোয়ালপাড়ার বিওসিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ভস্ম টায়ায় এজেন্সি

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত বিওসিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম হয়ে গেছে এমএম ট্রেডিং এজেন্সি নামের টায়ারের দোকান। ঘটনা আজ বুধবার ভোর প্রায় চারটা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে।

এদিকে দোকানের স্বত্বাধিকারী মফিদুল সরকারের সন্দেহ তাঁর কোনও শত্রু দোকানে অগ্নিসংযোগ করেছে। তাঁর যুক্তি, আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল দোকানের পিছনে গুদাম থেকে। গুদামে মজুত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার আগুনে পুড়ে গেছে। তবে দোকানের কয়েকটি টায়ার এবং তাঁর স্করপিও গাড়িকে কোনও রকম আগুনের কবল থেকে রক্ষা করতে তিন সক্ষম হয়েছেন, জানান মফুদুল সরকার।

ঘটনার পেয়ে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছুটে গিয়ে আগুন নেভাতে সক্ষম হলেও ততক্ষণে বহু লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকানের স্বত্বাধিকারী।

অন্ডালে লাইনচ্যুত মালগাড়ি

দুর্গাপুর, ১৯ জুলাই (হি. স.) : ফের লাইনচ্যুত মালগাড়ী। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল ডিভিশনের অন্ডাল সাঁইথিয়া রেলপথের কাজোরা-তে।

ঘটনায় জানা গেছে, এদিন অন্ডাল থেকে একটি ফাঁকা মাল গাড়ি গন্তব্যে যাওয়ার সময় তার পনেরো নম্বর বগিটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। সাময়িক সময়ের জন্য ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় লাইনচ্যুত বগিটির সরানোর কাজ শুরু হয়। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরে লাইনচ্যুত বগিটিকে বাদ দিয়ে মালগাড়িটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ঘটনা প্রসঙ্গে রেলের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাস্তায় বাসের আকাল, ফাঁপড়ে যাত্রীদের একটা বড় অংশ

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : প্রথমে গঙ্গাসাগর মেলা। এরপর একুশে জুলাইয়ের ব্যস্ততায় এখনই রাস্তায় হাহাকার। দেখা নেই বাসের। কার্য্যত অঘোষিত পরিবহণ ধর্মঘটের চেহারা নিয়েছে বিভিন্ন অঞ্চল। রাস্তা থেকে বাস উধাও। দীর্ঘক্ষণ বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েও বাস মিলছে না। ২১ শেষ জুলাই ‘ধর্মতলা চলো’ শহিদ স্মরণে রাস্তা থেকে যাত্রীবাহী বাস তুলে নেওয়া হয়েছে। অন্তত তেমনই বক্তব্য বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনের। কেবল হাওড়া, হুগলি নয়, কলকাতা সংলগ্ন আরও তিন জেলার মানুষের সিংহভাগ মানুষ বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে। ২১ জুলাইয়ের আগে এভাবে বাস তুলে নেওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ।বুধবার সকালে আরামবাগ বাস টার্মিনাসেই বাসের দেখা নেই। বর্ধমান, বাঁকুড়া ,পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হলদিয়া, খাতড়া, কলকাতা ,তারকেশ্বর-সহ বিভিন্ন রুটে এক্সপ্রেস বাস চলাচল করে। সেই সমস্ত এক্সপ্রেস গাড়িরও দেখা নেই।

উপেক্ষিত কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার

স্বপনপুমার মণ্ডল

শিল্প-সাহিত্যে অভিনবত্ব সবসময় স্বাগত হলেও তার স্থায়িত্বের জিয়নকাঠিটির হদিশ সহজে মেলে না। ফলে অনেক শিল্পী- সাহিত্যিকই অভিনব সৃষ্টিকর্ম উপহার দিয়েও রসিকের আসরের আসনটি পাকা করতে পারেন না।

তাতে অবশ্য সেই শিক- সাহিত্যিকের কোনোকিছু যায় আসে না বললেও অনেককিছুই আসে এবং যায়। তাতে যেমন সেই অভিনব স্রষ্টার সৃষ্টিচেতনায় অবসাদ মনে হয়, সেই অস্টাকে উপেক্ষা করা মানেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে নিজেদেরই উপেক্ষা করে রাখার সামিল, তখনও কিন্তু সেই রসিকের কথায় চিড়ে ভিজে না। তা নাহলে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-১৯৭৯) কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) মতো কথাসাহিত্যিককে লেখকদের লেখক’ বলে তকমা সেঁটেও পাঠকের খাসমহলের চৌহদ্দীতে আনা যায়নি। এই ধরনের ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকেরা জীবিতকালেও যেমন জনপ্রিয়তা পান না, মৃত্যুর পরপারেও অপাঠ্য হয়ে থাকেন। এঁদেরই স্বগোত্র গঙ্গাবিভাজিত উত্তরের কৃতী সন্তান তথা উপেক্ষিত কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৮.৩-১৯১৮-৮৭,২০০১)।অন্য দু’জনের চেয়ে তিনি অনেক বেশি বঞ্চিত। তিনি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘজীবনে বেশি পরিমাণে অভিনব কথাসাহিত্যের জোগান দিয়েও উপেক্ষার শিকার হয়ে রয়েছেন। বহু সমালোচকের দ্বারা নন্দিত হয়েও তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠকসমাদর লাভ করেনি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা যায়। এমনকি, মৃত্যুর সাত বছর পার না হতেই তিনি যেন বিস্মৃত লেখক হয়ে গিয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুদিনেও তাঁকে সেভাবে স্মরণ করা হয়না।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ একজন সুস্পষ্ট ব্যতিক্রমী কথাকার। তিনি আর পাঁচজন, সাহিত্যিকের মতো গতানুগতিক পথে কারও উত্তরসূরি হয়ে ওঠেননি। তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যেই তাঁর স্বতনরতার বীজটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল গোঁড়া ব্রাণণ ও সামন্ততান্ত্রিক দাপুটে পরিবারে। অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্রের অবশিষ্টের প্রতিভূ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্ষীয়মাণ সামন্ততান্ত্রিক বংশগৌরবেরর অভিজাত্যময় পরিবারে অমিয়ভূষণের আবির্ভাব হয়েছিল নিজেকে ফিউডাল বলতেও দ্বিধা করতেন না। থেকে মাথা পর্যন্ত ফিউডাল। অথচ সেজন্য তিনি তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন না। তাঁর মা তাঁকে সে পথ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন। তাঁর জন্ম কোচবিহার শহরে হলেও তাঁদের নিবাস ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলার সারাথানার পদ্মানদীর ধারে। এই পদ্মার প্রতি অমিয়ভূষণের আলাদা অনুভূতি ছিল। তিনি বলেছেন, “যে দেশে পদ্মা প্রবাহিত হয় সেটিই আমার দেশ।” অন্যদিকে যেখানে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছেন সেই কোচবিহারের রাজপরিবার এবং রাজকার্যের প্রতি তাঁর অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল। কৌচবিহার তাঁর আমৃত্যু অনুভবে “রূপবতী নগরী হয়ে জেগে ছিল। এমনকি, জীবনের অন্তিম পর্যায়েও আনন্দনগরী কলকাতাতে তাঁর অস্বত্তি মনে হত। তাঁর বাবা ছিলেন অনন্তভূষণ মজুমদার এবং মা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অনন্তভূষণের জীবনের টুকরো ঘটনাক্রমের মধ্যেই তাঁর সামন্ততান্ত্রিক বংশধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা ১৯৪৬ সাল। তখন মুসলিম লিগের প্রভাব প্রবল হয়ে সেই সময়ে অনন্তভূষণ তাঁর জমির লঙ্কা ও বেগুন গরুতে খেয়ে নষ্ট করে ফেলায় গরুর মুসলমান চাকরকে দিয়ে বৈঠকখানায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জুতোপেটা করেছিলেন। সেই দাম্ভিক অনন্তভূষণের বড় ছেলেই অমিয়ভূষণ। তাঁদের একটি নীলকুঠি ছিল। সেই নীলকুঠির কালো ছায়া থেকে ছেলেকে মানুষ কারর জন্য জ্যোতিরিন্দু দেবী কোচবিহারে চলে আসেন। অমিয়ভূষণের দিদিমা কুমুদিনী চৌধুরী ছিলেন কোচবিহারের রাজমহিষী তথা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতা দেবীর বান্ধবী। দু’জনেই কলকাতার কলুটোলার সংস্কৃতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। কুমুদিনীর জন্যই অভিয়ভূষাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আবহ কেটে গিয়েছিল। এইত্ত দিদিমাকে অমিয়ভূষণ “কালোদি” (আদতে তিনি ছিলেন রূপসী এবং জা’য়ের গায়ের কালো রং নিজের নামে মেখে স্বেচ্ছায় কালোদি হয়েছিলেন) বলে প্রথম বইটি উৎসর্গ করেছেন। কোচবিহারেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। অমিয়ভূষণের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যমে। ফলে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ ছিল না। মা-দিদিমাদের মুখেই রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের গল্প শুনেই দেশীয় সাহিত্যের স্বাদ পেতেন। এছাড়া কৈশোরে তাঁর পড়ার মধ্যে ছিল বঙ্কিমের ‘আনন্দমঠ’, দেবীচৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা ও গান। তবে সেগুলির অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য ছিল বলেই পড়েছিলেন। আর যা কিছু তিনি সব ইংরেজিতে পড়েছেন। তিনি জেনকিনস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স গ্রাজুয়েট (১৯৩৯) হন। রেজাল্ট বের হাওয়ার আগেই লেখালেখির সূচনার কথা জানা যায়। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বাংলা শিক্ষক ঊষাকুমার দাসের উৎসাহে অমিয়ভূষণ কবিতাতেও হাত পাকিয়েছেন, কলেজ ম্যাগাজিনেও লিখেছেন। তিনি কবিতায় হাত পাকালেও গল্পলেখার জগতে কেন এলেন, তার সদুত্তর মেলাতে অসুবিধা হয় না তিনি মনে করতেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। আর কারও পক্ষে সে পথ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তাঁর মতে উপন্যাস তো গদ্যে লেখা মহাকাব্য। সেজন্য তিনি সেই মহাকাব্যের দগতে সচেতনভাবে এগিয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখাটি উপন্যাস নয়, একটি একাঙ্ক নাটক ‘দ্য গড় অন মাউন্ট সিনাই’। সেটি ‘মন্দিরা’ পত্রিকায় ১৯৪৩-৪৪ এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির নামে একটি গল্প লেখার কথা জানা গেলেও তার হদিস মেলে না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা লেখা একটি গল্প ‘প্রমীলার বিয়ে’। এটি ১৯৪৫-এ ‘পূর্ব্বশা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো সাহিত্যকীর্তি ‘গড়ে শ্রীখণ্ড’। এই উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘পূর্বাশা’ পত্রিকায় ১৯৬০-এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯৫৭-এর মার্চে নাবানা থেকে বই আকারে বের হয়। কিন্তু তার আগেই ১৯৫৫ -এর জানুয়ারিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘নীলভূঁইয়া’ একই প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিলয় এই উপনসেটি হুমায়ুন কবিরের ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসটিকেই আবার সংশোধন ও সংযোজন করে ভারবি থেকে ‘নয়নতারা’ (আগস্ট ১৯৬৬) নামে বের করেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসটি সুধী পাঠকমহলে সাড়া ফেললেও তাঁর প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে পারেনি। অথচ অমিয়ভূষণ তাঁর ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসটি সম্পর্কে আজীবন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর শ্বশুরের ‘উপন্যাসটি ইংরেজিতে লেখা হলে নোবেল পেত’ অভিমতটি সগর্বে বলতেন।

অমিয়ভূষণের সাহিত্যচর্চায় যেমন তাঁর মা-দিদিমার ভূমিকা ছিল, সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রী গৌরীরও তেমন প্রভাব ছিল। বলতে গেলে তিনিই তার স্বামীকে সাহিত্যিক করে তুলেছেন। কর্মসূত্রে পাবনা, দার্জিলিং, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় নিঃসঙ্গ অমিয়ভূষণের একমাত্র মর্মসহচরী ছিল তাঁর গৌরী। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ জীবনের একাকিত্বে মোড়া বন্দিজীবনের একঘেঁয়েমির অবসাদ থেকে মুক্তির সোপান হিসাবে সাহিত্যসৃষ্টির খেলায় গৌরীদেবীই পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি রোজ রাত্রে লক্ষ করতেন তাঁর স্বামী হাবিজাবি লিখে ফুলস্কেপ কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন। আসলে অমিয়ভূষণ তখন মনের ভাষা হাতে আনায় চেষ্টারত। এভাবে প্রতিদিন কাদজ ছিঁড়ে ফেলানোকে গৌরীদেবীর অপচয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিনি একদিন স্বামীকে লেখা প্রকাশের হদিস দেন। তখন অভিময়ভূষণের বয়স ছাব্বিশ- সাতাসের মতো।,

ক্লাস টেনে পড়ার সময় বাংলা শিক্ষক ঊষাকুমার দাসের উৎসাহে অমিয়ভূষণ কবিতাতেও হাত পাকিয়েছেন, কলেজ ম্যাগাজিনেও লিখেছেন। তিনি কবিতায় হাত পাকালেও গল্পলেখার জগতে কেন এলেন, তার সদুত্তর মেলাতে অসুবিধা হয় না তিনি মনে করতেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলতে পেরেছেন।

অমিয়ভূষণের ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের চাকরিজীবন শুরু হয়ে যায়। বি. এ পড়তে পড়তেই তাঁর সাহিত্যজীবনও শুরু হয়েছিল। কর্মজীবনে সেই সাহিতচর্চা নিবিড় হয়ে ওঠে। তবে তিনি সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্য সৃষ্টিকে এক মনে করতেন না। সেজন্য বলা যায় ডাক ও তার বিভাগের কর্মজীবনে তাঁর সাহিত্যচর্চা সাহিত্যসৃষ্টির পথে এগিয়ে চলে। যৌবনে বাঙালিসুলভ প্রেমের সন্ধান না পাওয়া গেলেও অমিয়ভূষণের গৌরীদেবীর পরামর্শে অমিয়ভূষণের প্রথম গল্প ‘প্রমীলার বিয়ে’ ‘পূর্ব্বাশা’য় প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীদেবীই অভিময়ভূণকে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। তাঁর ধারণা ছিল বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো লেখক নেই। সেজন্য স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি বাহান্ন বছরবয়সে শরৎচন্দ্র পড়েন। তবে শরৎচন্দ্রে ‘পাতি বুর্জুয়া সুলভ সেন্টিমেন্টালিটি’কে সহ্য করলে তাঁর মতে তিনি বাংলা উপন্যাসের সেরা শিল্পী। আর শরৎচন্দ্রের পরের সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অমিয়ভূষণের শ্রদ্ধা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের কোনো প্রভাব তাঁর সাহিত্যে না পড়ার একটা কারণ ও তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাহীনতা। এই শ্রদ্ধাহীনতার কথা তিনি অপকটে বলতেন। আসলে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফলে তাঁর স্পষ্ট কথায় অনেক মান্য সাহিত্যিক ও অনুরাগীদের কাছে তাঁকে অপ্রিয় হতে হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অথচ তাঁর স্পষ্টতায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। করেননি। তিনি যেভাবে একের পর এক সৃষ্টিকর্মে নিজের পরীক্ষানিরীক্ষা করে গিয়েছেন, তার প্রতিটিই অন্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। তাঁর মনের গড়নটিই তৈরি হয়েছিল বিদেশি ছাঁচে। তিনি ছাত্রবস্থায় পাশ্চত্য সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছিলেন। বাডেন ব্রুকস, সিনক্লিয়ার, শেকসপিয়ার , টমাস হার্ডি, টমাস মান প্রমুখের লেখা পড়েছেন। আর যাঁর মন রাশিয়ান, ফরাসি, স্যান্ডিনেভিয়ান, ইটালিয়ান (ইংরেজি অনুবাদে) এবং বহু ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যে অবাধে বিচরণ করত, তাঁর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি হীনমন্যতা প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হীনমন্যতা যখন অশ্রদ্ধাবোধের জন্ম দেয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অথচ আমরা তাঁর অভিমতরে গরলে বিমুখ হলাম কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অমৃতে বিমুগ্ধ হলাম না। তাই তিনি সময়ান্তরেও উপেক্ষিত হয়ে রইলেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুস্থায়ী উন্নয়নের পথ

বিশেষ প্রতিবেদন।। গত কয়েক দশক ধরে গোটা দুনিয়া একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে দূষণমুক্ত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কী করে আনা সম্ভব? ক্রমবর্ধমান বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে প্রশ্নটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা আমাদের সতর্কবাণী দিয়ে চলেছেন যে, প্রাকশিল্পবিপ্লব সময়ের গড় তাপমাত্রার চেয়ে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা যদি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি বাড়ে, তা হলে পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা একটি জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির উপর রেখে যাব।

উতাদনে যত তেল বা কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার হবে, পরিবেশ আরও কার্বন-আকীর্ণ হয়ে উঠবে। একটি সময় আসবে, যখন আমাদের ফেরার রাস্তা সব বন্ধ। তাই বোঝা দরকার যে, কী ভাবে পরিবেশ দূষণমুক্ত রেখে একটি অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি আসতে পারে, এবং সেই পথে কী কী অন্তরায় আছে।

অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উত হল উতাদন। উতাদন বাড়লে জাতীয় আয় বাড়বে। কিন্তু শুধু সামগ্রিক আয় বাড়লেই চলবে না, এর সঙ্গে মাথাপিছু আয়ও বাড়তে হবে। প্রশ্ন হল, এই বৃদ্ধি কি সাসটেনেব্ল বা সুস্থায়ী? সুস্থায়ী বৃদ্ধি কথাটি সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থশাস্ত্রীদের মুখে মুখে ঘুরছে। বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন অর্থ করেন। পরিবেশসচেতন লোকেরা বলবেন, যে বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ সমানে বাড়ছে, সেটি কখনওই সুস্থায়ী নয়। প্রশ্ন হল, কী করে দেশে সুস্থায়ী দূষণহীন অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হবে? এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। উতাদনের জন্য শ্রমশক্তি, যন্ত্র আর প্রযুক্তি লাগে। এখনও পর্যন্ত আমাদের যন্ত্র আর প্রযুক্তি জীবাশ্ম জ্বালানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এর ফলে দু’টি সমস্যা হচ্ছে। প্রথমত, উতাদনের জীবাশ্মভিত্তিক উপাদানগুলি পুনর্নবীকরণযোগ্য নয়, কারণ এগুলি তেল আর কয়লার উপর নির্ভরশীল, যা এক দিন ফুরিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের উতাদনের উপাদান থেকে যা কার্বন নিঃসরণ ঘটে, তা বিশ্বের জলবায়ুর পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং জীবাশ্মভিত্তিক বৃদ্ধি সুস্থায়ী নয়।

তা হলে উপায়? প্রথম কাজ হল বৃক্ষরোপণ করে সবুজায়নের চেষ্টা করা। গাছ পরিবেশ থেকে কার্বন শুষে নেয়। কিন্তু, সবুজায়নের একটি সীমা আছে, কারণ জমির পরিমাপ সীমিত। যে শহর কংক্রিটের জঙ্গল, সেটির সবুজায়ন করা সহজ নয়, যদিও দিল্লিতে এখন এই রকম উদ্যোগ চোখে পড়ে।

উতাদনের যে অংশ অপচয় হচ্ছে সেগুলিকে কোনও ভাবে উতাদন প্রক্রিয়ায় ফিরিয়ে আনাও সুস্থায়ী উন্নয়নের পথ। উতাদনের ফলে পরিবেশে যে কার্বন ছড়িয়ে পড়ে, তাকে কোনও পদ্ধতিতে ধরে আবার কারখানায় যদি ফিরিয়ে আনা যায়, তবে উতাদন আরও বাড়বে, পরিবেশও কার্বনমুক্ত হবে। এই পদ্ধতি, যাকে বলে কার্বন ক্যাপচার, তা বর্তমানে ইউরোপের অনেক দেশেই হচ্ছে।

তৃতীয় উদাহরণ হল প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার। প্লাস্টিক এক বার পরিবেশে মিশলে তা মিলিয়ে যেতে প্রচুর সময় লাগে। বিশেষত প্লাস্টিকচূর্ণ যাকে মাইক্রোপ্লাস্টিক বলে মাটির দীর্ঘমেয়াদি দূষণের জন্য দায়ী। বিজ্ঞানীরা বলছেন যে, ব্যবহৃত ক্লোরিনযুক্ত প্লাস্টিক জলের সঙ্গে মিশলে সেই জল বিষাক্ত হয়ে যায়। যে সব জীব মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, তাদের জন্য মারক হয়ে দাঁড়ায় এই

প্লাস্টিককচূর্ণ। এ ছাড়া প্লাস্টিক-সঞ্জাত রাসায়নিক, যেমন থ্যালেট বা বিসফেনল-এ (বিপিএ) প্রাণিদেহে মারাত্মক ক্ষতি করে। সুতরাং প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার জরুরি। সে কাজ অবশ্য সারা বিশ্ব জুড়েই কম-বেশি হচ্ছে। জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে, বাতাস, সৌরশক্তি আর জল দিয়ে বিদ্যুতউতাদন সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে অতি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। বাতাস আর সৌরশক্তির ব্যবহারে ইউরোপ অনেক এগিয়ে আছে। বাড়িঘর গরম রাখতে সেখানে অনেকেই সোলার প্যানেল ব্যবহার করেন। অনেক ভারী শিল্পে সৌরশক্তির ব্যবহার হচ্ছে। বাড়িতে গ্যাসের স্টোভ বদলে ইলেকট্রিক স্টোভ ব্যবহার হয়। জল থেকে বিদ্যুততৈরি অবশ্য পৃথিবীতে বহু দিন ধরেই আছে। জলবিদ্যুতপ্রকল্পের পরিবেশগত কিছু খারাপ দিক আছে তাতে ভয়ঙ্কর প্লাবনের আশঙ্কা থাকে, যার ফলে মানুষ এবং জীবজন্তু বাস্তুচ্যুত হতে পারে। এর কিছু নজির ভারতে আছে। দূষণহীন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উতাদনে পুনর্নবীকরণ-অযোগ্য উপাদান কমিয়ে পুনর্নবীকরণযোগ্য উপাদানের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ানো। কথাটা বলতে সহজ, কিন্তু করা কঠিন কারণ, এর জন্য উতাদন প্রযুক্তির খোলনলচে বদলানো প্রয়োজন, যেটি অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে করা সময় এবং ব্যয়সাপেক্ষ। ইদানীং ধনী দেশগুলিতে পেট্রল আর ডিজেলের গাড়ি ছেড়ে বিদ্যুতচালিত গাড়ি তৈরি হচ্ছে। এই গাড়িগুলির দাম জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত গাড়ির তুলনায় অনেক বেশি। বৈদ্যুতিক গাড়ি চলে পুনর্নবীকরণযোগ্য দামি লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে। টেসলা এ রকম একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি। যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা সমাজের রহিস লোক। গরিব দেশগুলিতে মুষ্টিমেয় মানুষ এ ধরনের বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার সামর্থ্য রাখেন।

দূষণহীন বৃদ্ধির আরও একটি অন্তরায় হল, যে দেশগুলি এই ব্যাপারে আগ্রহী, তারা নিজেরাই পরিবেশ দূষণহীন রাখতে পারছে না। বিবিসি-র একটি সমীক্ষা বলছে যে, আমেরিকা পৃথিবী জুড়ে দূষণের তালিকায় প্রথম সারিতে আছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষা বলছে যে, উন্নত দেশগুলির প্লাস্টিক ব্যবহার অনুন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশি। এই পুনর্ব্যবহার-অযোগ্য উপাদানগুলি আমেরিকা এবং ইউরোপের অনেক দেশ তৃতীয় বিশ্বে চালান করে দেয় একটি মূল্য ধার্য করে।

তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশের গল্প আলাদা। সুতরাং একই দাওয়াই সব দেশের জন্য কাজ করবে না। ভারতের কথাই যদি ধরি, এখানে ভারী শিল্পের উতাদনে প্রচুর কয়লার ব্যবহার হয়। বিদ্যুতএবং পরিবহণ সংস্থাতে প্রভূত পরিমাণে কয়লা, গ্যাস আর তেলের ব্যবহার হয়। অনেক মানুষের জীবিকা কয়লার উপর নির্ভরশীল। এই রকম একটি দেশকে যদি বলা হয় যে, ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বনমুক্ত হতে হবে, সেটি কী করে সম্ভব হবে? তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, দশ বছর বাদে তা সম্ভব হতেই পারে। ইদানীং ভারতেও বিভিন্ন উপকূল অঞ্চলে বিদ্যুতউতাদনে উইন্ডমিলের ব্যবহার দেখা যায়। ব্যাটারি-চালিত রিকশা, টোটো বেশ কিছু দিন হল চালু হয়েছে। তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা এখনও যতামান্যই।

তবু এ কথা মানতেই হবে যে, ধীর লয়ে হলেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ষাটের দশকের গোড়াতে আমরা কখনও কি ভেবেছিলাম যে, আমাদের প্রত্যেকের পকেটে একটি মোবাইল ফোন থাকবে, সেটি আমাদের জুড়ে রাখবে গোটা দুনিয়ার সঙ্গে! কৃত্রিম মেধা-চালিত চ্যাটজিপিটি-র সঙ্গে বসে আড্ডা দেব! এই ঘটনাগুলি ঘটেছে উদ্ভাবনী শক্তির দাক্ষিণ্যেই। হয়তো আর দশ বছরের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানির একটি সুলভ বিকল্প আবিষ্কার হবে। এর ফলে কত মানুষ বেকার হবেন, অর্থনৈতিক অসাম্য বাড়বে না কমবে, তা সময়ই প্রমাণ করবে। তবে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে তো কোনও ক্ষতি নেই! ছোটবেলায় দেখতাম মধ্য কলকাতায় আমার বাড়ির পাশে আবর্জনার স্তূপ, উনুনের ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। আজ সরকার ও জনসাধারণ, দু”পক্ষেরই সচেতনতা কিছু হলেও বেড়েছে। দোকান-বাজার করতে প্লাস্টিক ব্যাগ বর্জন করে কাপড়ের বা কাগজের ব্যাগের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। নেট জিরো কার্বন এমিশন নিয়ে ভাবনাচিন্তা, গবেষণা, মিটিং, সেমিনার হচ্ছে। জনমানসেও তার কিছুটা প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগে, আগের সেই দিনগুলি বোধ হয় আমরা পার হয়ে আসছি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ইন্ডিয়া নাম দিলেই স্বদেশপ্রেমী হওয়া যায় না, দাবি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : বেঙ্গালুরুতে মঙ্গলবার বিরোধীদের জোট নিয়ে বুধবার মিছিলে তোপ দাগেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, “ইন্ডিয়া নাম দিলেই স্বদেশপ্রেমী হওয়া যায় না। তাহলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও ভারতে থাকত। তাই ইন্ডিয়া নাম দিয়ে বিভ্রান্ত করা যাবে না। মানুষ মোদীজির হাতেই দেশ আগামী কয়েক দশক রাখবে।”

শুভেন্দুবাবু বলেন, “গত লোকসভা ভোটের আগেও ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় এরকমই একটা সার্কাস হয়েছিল। সেই সময় নাম দিয়েছিলেন ইউনাইটেড ইন্ডিয়া। তার পরিণতি গোটা দেশের মানুষ দেখেছে। বাংলাতে তৃণমূল ৩৪ থেকে ২২-এ নেমেছে। আর বিজেপি ২ থেকে বেড়ে ১৮-এ পৌঁছেছে। এই পরিবারবাদী লোকেরা, দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টিরা ইডি, সিবিআই থেকে বাঁচতে বেঙ্গালুরুতে ফাইভ স্টার মিটিং করেছে।”

দিলীপ ঘোষের পর শুভেন্দু অধিকারী মঞ্চে উঠেই ‘ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিয়ে এবং তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, “মাত্র ২৪ ঘণ্টার নোটিশে হাজার-হাজার বিজেপি কর্মী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে এই বিশাল মিছিলে হাজির হয়েছেন।”

বিজেপির এদিনের মিছিলে মুখ্যমন্ত্রীর কথাতেই পুলিশ আধিকারিক বিনীত গোয়েল অনুমতি দেয়নি তোপ দেগে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর তোপ, “যদি বুকের পাটা থাকে তো এই মিছিল আটকে দেখাও।”

বেঙ্গালুরুতে বিরোধীদের মিটিংয়ে বিজেপির কোনও ক্ষতি হবে না দাবি জানিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, “একদিকে মোদীজি আর অন্যদিকে, দুর্নীতিগ্রস্তরা। আগলিবার মোদীজি ৪০০ পার।”

পঞ্চায়েত ভোটের হিংসা নিয়েও রাজ্যের শাসকদলকে কড়া তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী। ত্রিস্তরীয় ভোট ত্রিস্তরীয় লুঠ হয়েছে এবং এরই প্রতিবাদে এদিনের মেগা মিছিল বলে শাসকদলকে রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দুবাবু। তাঁর বক্তব্যের পর বক্তব্য দেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

সকলকে লড়াইয়ে নামার আহ্বান সুকান্তর

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : ভোটে পুলিশও আক্রান্ত হয়েছে বলে তোপ দাগলেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই সঙ্গে বুধবার তিনি সমাবেশে আরও বলেন, “যে সরকার নিজেদের পুলিশকে সুরক্ষা দিতে পারে না, সেই সরকার রাজ্যবাসীকে কি সুরক্ষা দেবে!”

এরপর ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান দিয়ে মেগা মিছিল শুরু করলেন সুকান্ত মজুমদার। এদিনের মিছিল ছিল রীতিমত প্রাণবন্ত। মিছিলের অগ্রভাগে সুকান্তবাবু ছাড়াও ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিশাল মিছিলের মঞ্চ থেকে তৃণমূলের শহিদ দিবসেই অর্থাৎ ২১ জুলাই বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দিলেন সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, “যদি গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হয় তাহলে এই সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে। আমাদের লড়াই এখান থেকেই শুরু হচ্ছে।” সকলকে এই লড়াইয়ে নামার আহ্বান জানান সুকান্তবাবু।

আগামী লোকসভা ভোটে বাংলায় ৩৫ আসনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে জানান সুকান্তবাবু। তৃণমূল সরকার গণতন্ত্রকে লুঠ করেছে এবং নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ওখানে গিয়ে শুধু মিটিং-সেটিং-ইটিং করলেই হবে না। একবার গিয়ে খোঁজ নিন বাংলা থেকে কত মানুষ ওখানে কাজের জন্য যাচ্ছেন।

শুভেন্দুবাবুর মতো সুকান্ত মজুমদারও ‘ভারত মাতা কি জয় স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন এবং ভোটে সন্ত্রাসের পরেও বিজেপি যে ভোট পেয়েছে তার জন্য দলীয় কর্মীদের ধন্যবাদ জানান তিনি। এদিন সিপিএম-কংগ্রেস সেটিং নিয়েও কটাক্ষ করেন সুকান্তবাবু।

অসমে শুরু ডিলিমিটেশন প্রস্তাবের ওপর নির্বাচন কমিশনের গণ-শুনানি

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : আজ বুধবার থেকে অসমে সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচন এলাকা পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন)-এর খসড়া প্রস্তাবের ওপর নির্বাচন কমিশন শুরু করেছে গণ-শুনানি। ডিলিমিটেশনের খসড়া প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজ্যে চলমান প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচিতে কিছু পরিবর্তন করেছিল কমিশন। এ সম্পর্কে গতকাল মঙ্গলবার ভারতের নিচন কমিশন এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন সংশোধিত সূচি প্রকাশ করে জানিয়েছিল, ১৯, ২০ এবং ২১ জুলাই, তিনদিন গুয়াহাটিতে সংসদীয় এবং বিধানসভা নির্বাচন এলাকা পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হবে শুনানি।

ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পাঁচ সদস্যের দল গুয়াহাটি এসে পৌঁছে গেছে। দলে রয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার অনুপ পাণ্ডে, নির্বাচনী আধিকারিক অরুণ গোয়েল, উপ-নির্বাচনী আধিকারিক ধর্মেন্দ্র শর্মা এবং আরকে গুপ্তা। কমিশনের সঙ্গে ডিলিমিটেশন নিয়ে মতামত জানাবেন জাতীয়, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

এদিকে শুনানির সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তার জন্য রাজ্য প্রশাসন শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্র ও সংলগ্ন এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে দিয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ, শুনানি তথা বৈঠকের সময় কোনও প্রতিনিধি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না, ওই সময় তাঁদের মোবাইল ফোনের সুইচ অফ করে রাখতে বলেছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশনের দল আজ গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়িতে শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের পৃথক তিনটি হল-এ বেলা ২:০০টা থেকে শুরু করেছে শুনানি পর্ব। সে অনুযায়ী শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে কামরূপ মেট্রো, পশ্চিম কারবি আংলং, চিরাং, বাকসা এবং ডিমা হাসাও জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসে তাঁদের মতামত নিচ্ছে কমিশনের দল।

এছাড়া শ্রীশ্রী মাধবদেব প্রেক্ষাগৃহের ৩ নম্বর হল-এ কামরূপ (গ্রামীণ), ওদালগুড়ি, কারবি আংলং এবং কোকরাঝাড় জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৈঠক।

অন্যদিকে আগামীকাল ২০ জুলাই সকাল ৯:৩০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত শ্রীমন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহের ৩ নম্বর হল-এ করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া, বঙাইগাঁও, বরপেটা, নলবাড়ি ও শোণিতপুর এবং কাছাড়, হাইলাকান্দি ও দক্ষিণ শালমারার প্রতিনিধিদের মতামত শুনবে নির্বাচন কমিশন। শ্রীশ্রী মাধবদেব প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন নগাঁও, মরিগাঁও এবং ধুবুড়ি জেলার প্রতিনিধিরা।

২১ জুলাই সকাল ৯:৩০টা থেকে রাত ১২:৩০টা পর্যন্ত তিনসুকিয়া, ধেমাজি, লখিমপুর, ডিব্রুগড়, চড়াইদেও, গোলাঘাট ও মাজুলি জেলার প্রতিনিধিরা শ্রীমন্ত শংকরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে বসবেন বৈঠকে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ২০ জুন অসমে সংসদীয় ও বিধানসভা নির্বাচন এলাকা পুনর্বিন্যাসের খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করেছিল ভারতের নির্বাচন কমিশন। খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করে এ সম্পর্কে দাবি, ওজর-আপত্তি, পরামর্শের জন্য কমিশন ১১ জুলাই পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিল। নির্ধারিত ওই সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০০ ওজর-আপত্তি, পরামর্শ পেয়েছে নির্বাচন কমিশন।

বিধায়কের হুমকির পরেই এক ভোটে জয়ী তৃণমূল, কমিশনের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : কুলপির এক সিপিএম প্রার্থীর করা পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল বিধায়কের হুমকির বিরুদ্ধে করা মামলায় নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট তলব করলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপির রামকৃষ্ণপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রার্থী অর্পিতা বণিক সর্দার তৃণমূল বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন।

তাঁর অভিযোগ, গত ১১ জুলাই পঞ্চায়েতের ভোটগণনার দিন গণনার শেষে প্রথমে তাঁকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরে স্থানীয় বিধায়ক কয়েক জন দুষ্কৃতীকে নিয়ে গণনাকেন্দ্রে ঢোকেন এবং হুমকি দেন। তার পরেই মাত্র একটি ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

বিধায়কের বিরুদ্ধে গণনায় প্রভাব খাটিয়ে তৃণমূল প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে বিচার চেয়েছেন ওই সিপিএম প্রার্থী।

নিয়ম অনুযায়ী, গণনা চলাকালীন কেউ গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে পারেন না। বুধবার এই মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সিংহ মামলাকারীকে প্রশ্ন করেন, তিনি বিধায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ কমিশনকে জানিয়েছিলেন কি না। মামলাকারী জানান, কমিশনের কাছেও তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। এর পরেই এই ঘটনায় কমিশনের রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি।

বিচারপতি সিংহ জানিয়েছেন, গণনাকেন্দ্রে তৃণমূল বিধায়ক কী ভাবে প্রবেশ করলেন, কমিশনের প্রতিনিধিকে এসে আদালতে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। চলতি সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে।

দুর্বল সংগঠনের মধ্যেই সভা করতে হবে বিভিন্ন মণ্ডলে, আতান্তরে বিজেপি নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে দলের দুর্বল সংগঠনের মধ্যেই প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসভা করতে হবে। এতে রীতিমত মাথায় হাত রাজ্য নেতৃত্বের। এমনিতেই দলের রাজ্য নেতা বলতে সেভাবে তিন জন। তাও এঁদের মধ্যে এবং দলের বিভিন্ন স্তরে মিলমিশ রয়েছে কতটুকু, তা নিয়ে অহরহ প্রশ্ন ওঠে।

সূত্রের খবর, রাজ্যে প্রতিটি আসনে বিজেপির তিন বা চারটি করে মণ্ডল রয়েছে। ২৯৪ আসন মিলিয়ে মোট মণ্ডলের সংখ্যা ১,২৬৩টি। এর মধ্যে সংগঠন দুর্বল এমন ২৬৩টি মণ্ডলে সভা হবে না। বাকি এক হাজারটিতে কবে সভা হবে তা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে বলে রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

এখন দলের ১৬ জন সাংসদ এবং ৬৯ জন বিধায়ক রয়েছেন। সকলেই এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। ঠিক হয়েছে, কোনও বড় সভা হবে না। তবে প্রতিটিতে যাতে কমপক্ষে দু’হাজার কর্মী-সমর্থক জড়ো করা যায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

গোটা রাজ্যেই এই সভাগুলি আয়োজন করবেন স্থানীয় জেলা নেতৃত্ব। স্থানীয় সাংসদ, বিধায়কেরাও থাকবেন। বাছাই কিছু সমাবেশে হাজির থাকবেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ অধিকারীর মত শীর্ষ নেতারা।

এই সব সভায় কী বিষয়ে সাধারণ মানুষের সামনে বক্তৃতা করতে হবে সেটাও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঠিক করে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর ন’বছর পূর্ণ হয়েছে সম্প্রতি। এই ন’বছরে কেন্দ্র কী কী প্রকল্প চালু করেছে, তাতে কেমন সাফল্য এসেছে সে সবই মূলত বলতে হবে।

এই কর্মসূচি চলার মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডাও এক বার করে রাজ্যে আসতে পারেন। তবে সেটা এই কর্মসূচির অঙ্গ হবে না। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি হেরে গিয়েছিল, এমন কোনও আসন এলাকায় দুই শীর্ষ নেতা জনসভা করবেন। সেই এলাকার নেতা, কর্মীদের সঙ্গে কথাও বলবেন।

সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেলেন তিস্তা, সমাজকর্মীকে জামিন প্রদান করল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় স্বস্তি পেলেন সমাজকর্মী তিস্তা শেতলবাদ। বুধবার তিস্তাকে রেগুলার জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে গত ৫ জুলাই তিস্তাকে গ্রেফতারি থেকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক হয় ১৯ জুলাই, আর বুধবার তিস্তাকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রমাণ জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত তিস্তা। ২০০২-এর গুজরাট হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দীর্ঘ দিন ধরে রয়েছেন তিস্তা। ধারাবাহিক ভাবে পরিবারগুলিকে আইনি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২০২২ সালের ২৫ জুন মুম্বই থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সাংবাদিক তথা মানবাধিকার কর্মী তিস্তাকে। তার পর সেপ্টেম্বরে তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পান। সেই জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে তিনি গুজরাট হাইকোর্টে সাধারণ জামিনের আর্জি জানান।

কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে সম্প্রতি গুজরাট হাইকোর্ট তিস্তাকে দ্রুত আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন সমাজকর্মী।

গত ৫ জুলাই তিস্তাকে গ্রেফতারি থেকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত।

আর বুধবার তিস্তাকে বড়সড় স্বস্তি দিয়ে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সর্বদলীয় বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন রাজনাথ সিং, ২০ জুলাই থেকে শুরু সংসদের বাদল অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি.স.): সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে ২০ জুলাই, বৃহস্পতিবার। চলবে আগস্ট মাসের ১১ তারিখ পর্যন্ত। বাদল অধিবেশনের প্রাক্কালে বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পৌরহিত্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই বৈঠকে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্রের খবর, এদিনের সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দলকে জানিয়েছে যে সরকার মণিপুর ইস্যুতে আলোচনা করতে প্রস্তুত।

প্রসঙ্গত, ২০ জুলাই থেকে শুরু হবে সংসদের বাদল অধিবেশন, চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। এবারের বাদল অধিবেশনে ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অবদান রাখার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এবারের বাদল অধিবেশন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, এই অধিবেশনে বিভিন্ন বিল পাশ ও উত্থাপন করতে পারে নরেন্দ্র মোদী সরকার।

কলকাতার আরও এক প্রতিষ্ঠানে চালু হচ্ছে সহ-শিক্ষা

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : তৈরি হওয়ার ৬১ বছর পরে, কলকাতার সহ-শিক্ষামূলক কলেজের তালিকায় যোগ দিতে প্রস্তুত জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউট। ২০০৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তার বি কম সান্ধ্য পাঠক্রমকে শুধুমাত্র পুরুষদের থেকে সহ-শিক্ষায় পরিবর্তন করেছিল।

তারপর এই প্রথম কলকাতার একটি কলেজ সহ-শিক্ষায় পরিণত হচ্ছে । সেই অর্থে প্রায় ১৭ বছর পর পুরুষ ও নারীদের কলেজের সংযোজন হচ্ছে কলকাতায়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগেই সহশিক্ষা ক্যাম্পাস রয়েছে। জেডি বিড়লা ইনস্টিটিউট, একটি বেসরকারি অনুদানবিহীন কলেজ, ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে মেয়েদের এই কলেজে পুরুষ শিক্ষার্থীদেরও ভর্তি করা হবে।

সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হিসাবে জে ডি বিড়লা ইনস্টিটিউটের ক্লাশ হবে। কলেজে ছ’টি স্নাতক এবং চারটি স্নাতকোত্তর পাঠক্রম রয়েছে। যাদবপুর থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য কলেজটি স্নাতক ভর্তি পোর্টাল পুনরায় চালু করেছে।

জেডি বিড়লা ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ দিপালী সিংহী বলেন, ’আমি এই কলেজের একজন প্রাক্তনী (১৯৬০), এখন এই রূপান্তরের সাক্ষী হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের ভর্তি পোর্টালের প্রথম পর্ব মে মাসের শেষের দিকে খোলা হয়েছিল কিন্তু আমরা পুরুষ ছাত্রদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণের জন্য এটি আবার চালু করেছি। মোট আসন এই বছর একই থাকবে তবে ভবিষ্যতে আমাদের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।’

কলেজে বি কম, বি বি এ এবং ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন ম্যানেজমেন্ট, টেক্সটাইল ও ফ্যাশন টেকনোলজি, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে চারটি বিএসসি পাঠক্রমের জন্য ৬০০টি আসন রয়েছে।

চামোলিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণহানিতে মর্মাহত অমিত শাহ, কথা বললেন পুষ্করের সঙ্গে

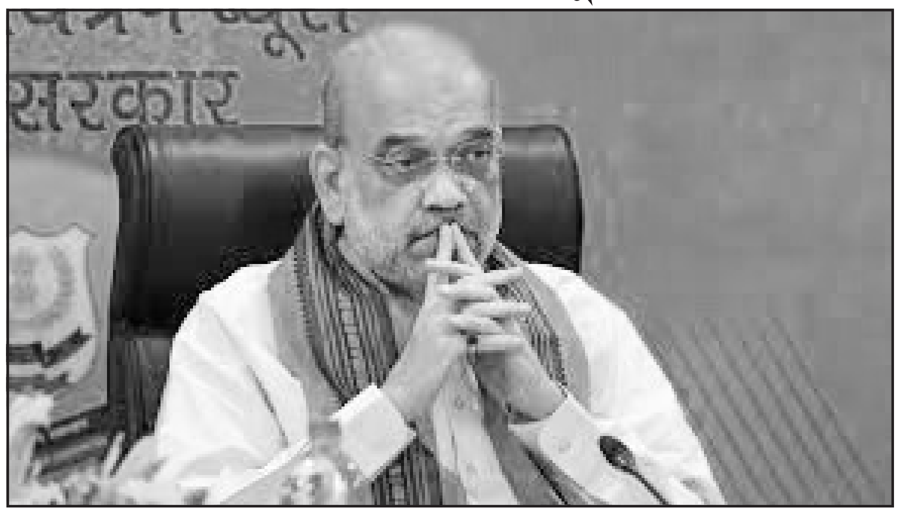

চামোলি ও নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় অলকানন্দা নদীর ধারে ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্প কেন্দ্রে ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি কথা বলেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে। এদিকে, বুধবারই চামোলির দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে দেহরাদূনে ফিরে আসতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে।

চামোলি জেলায় অলকানন্দা নদীর ধারে ‘নমামি গঙ্গে’ প্রকল্পকেন্দ্রে ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১৫ জন। মৃত ১৫ জনের মধ্যে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ও ৩ জন হোম গার্ড রয়েছেন। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, ’এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা। জেলা প্রশাসন, পুলিশ এবং এসডিআরএফ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। এই ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রিয়াল পর্যায়ের তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

অমিত শাহ টুইট করে লেখেন, চামোলির ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

পঞ্চায়েত ভোটের নামে রাজ্যজুড়ে প্রহসন হয়েছে, তোপ দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করিয়েও হিংসা ঠেকানো যায়নি। সেই হিংসার প্রতিবাদে বুধবার পথে নামে বিজেপি। একই মঞ্চে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

মনোনয়ন পর্ব থেকে শুরু করে ভোটের ফল প্রকাশের পর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক হিংসার বলি হয়েছে বহু মানুষ। শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষেরই বহু কর্মী-সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে মহা মিছিল করে বিজেপি। মিছিল শুরুর আগে সভামঞ্চে বক্তৃত্বা দেন দিলীপ ঘোষ।

দিলীপ ঘোষ বলেন, “পঞ্চায়েত ভোটের নামে রাজ্যজুড়ে প্রহসন হয়েছে। আমাদের কর্মীদের মনোনয়ন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। বহু কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। গোটা বিষয়টি কোর্টে জানিয়েছি। বিচার চলছে। জনগণ আমাদের পাশে রয়েছে। জনগণকে পাশে নিয়ে আমরা পথে নেমেছি।”

শহিদ দিবস নিয়েও কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, “দু-দিন পরে এখানে একটা নাটক হবে শহিদ দিবসের নামে। সারা বছর রাজ্যজুড়ে লোককে মারা হয়, আর ২১ জুলাই শহিদ দিবসের নামে নাটক করা হয়। এখানে লোক আসবে না। তাই পুলিশ আর সিভিক পুলিশ ফোন করে জানছে, কত বাস লাগবে, কত লোক আসবে। মেদিনীপুরের কাউন্সিলারকেও ফোন করে কত বাস লাগবে জানছে পুলিশ।”

ভোট-লুঠের অভিযোগ তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, “ভোটকেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুঠ করা হয়েছে। আমাদের কর্মীদের গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। বিডিও-র নেতৃত্বে ভোট লুঠ হয়েছে। ওসি পর্যন্ত ভোট লুঠে সাহায্য করেছে। এই সমস্ত ওসি, বিডিও-দের চাকরি খেয়ে আমরা ভিখারি করে ছাড়ব, যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। তাই আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পথে নেমেছি। এর জন্য যতদূর যেতে হয় যাব।”

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

সারা দিন মোবাইলের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে খুদে?

মোবাইলের প্রতি শিশুদের আসক্তি বরাবরই ছিল। তা বাড়ছিলও। কিন্তু কোভিডের পরবর্তী সময় পরিস্থিতি যেন আরও খারাপ হয়েছে। বাড়িতে থাকলেই কখনও পড়াশোনা করার জন্য কিংবা কখনও গেম খেলার জন্য কখনও আবার ইউটিউব দেখার জন্য তাঁরা ফোনে মুখ গুঁজে বসে থাকছে।

এ সময়ের শিশুরা কেন স্মার্টফোন বা ট্যাবে এত বেশি আকৃষ্ট- এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, শহরের অধিকাংশ পরিবারে মা-বাবা দু'জনই চাকরিজীবী।

কর্মব্যস্ততার কারণে তাঁরা সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। ফলে শিশুরা মা-বাবার আদর-যত্ন থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হন। আর সে জন্যই বাচ্চাদের অবসর সময় কাটানোর জন্য অভিভাবকরাই তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ফোন, ট্যাব কিংবা ল্যাপটপ দিচ্ছেন। এই অবস্থাতেই তারা মোবাইলের প্রতি এতটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যে তার কুপ্রভাব পড়ছে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর।

অভিভাবকদের এমন সামান্য ভুলে শিশুর বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। অতিরিক্ত ফোন ব্যবহারের ফলে বাধাগ্রস্ত হয় শিশুদের মানসিক বিকাশ। মোবাইল ফোনের বিকিরণ থেকে চোখের নানা রোগে আক্রান্ত হয় শিশুরা। মনোবিদদের মতে, এই আসক্তির কারণে একটু বড় হলে এই শিশুরা বেশির ভাগই মানুষের সঙ্গে মিশতে চাইবে না। বাইরে খেলাধুলোর বদলে ঘরে বসে ভিডিও গেম খেলতেই বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করবে। আস্তে আস্তে একাকিত্ব পেয়ে বসবে তাদের। পরিবার থেকে একটু সচেতন থাকলে এ সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। এর জন্য অভিভাবকদের শিশুদের উপর খানিকটা বাড়তি নজর দিতে হবে।

১) দিনের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুকে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করার অনুমতি দিন। এ ছাড়া শিশু স্মার্টফোনে কী করছে বা কী দেখছে তার প্রতিও নজর রাখতে হবে। তাদের অবসর সময়টা অন্য কাজে ব্যবহার করুন। খেলাধুলো, নাচ, গান যে বিষয় শিশুর আগ্রহ আছে সে সব বিষয় মন দিতে উতাহী করে তুলুন খুদেকে।

শিশুর স্মার্টফোনের আসক্তি কাটাতে আপনাকে ওর জন্য সময় বার করতে হবে। ছবি: সংগৃহীত।

২) শিশু যদি অনলাইনে ক্লাস করে, তাহলে ইন্টারনেট সংযোগ দিয়ে সে কী করছে, সেটি খেয়াল রাখতে হবে। এ ছাড়া স্মার্টফোন থেকে আপত্তিকর ওয়েবসাইটগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রয়োজনে ইন্টারনেট প্রোভাইডারদের সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। ৩) শিশুর স্মার্টফোনের আসক্তি কাটাতে আপনাকে ওর জন্য সময় বার করে নিতে হবে। সন্তানের হাতে স্মার্ট ডিভাইস তুলে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন না। ওর জন্য দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ রাখুন। ওই সময় শিশুর মনের কথা শুনুন, শিশুর সঙ্গে খেলুন, ওর সঙ্গে গর্প করুন।

৪) আপনি যদি খুব বেশি প্রযুক্তিতে আসক্ত হন, তা হলে স্বাভাবিক ভাবে আপনার সন্তানও সেটিই করবে। তাই আগে আপনার নিজের আসক্তি দূর করুন। শিশুর সামনে কাজের প্রয়োজন ছাড়া খুব বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। ৫) প্রযুক্তির সুবিধা- অসুবিধা দুটোই সন্তানকে ভাল করে বুঝিয়ে বলুন। প্রযুক্তি নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক আলোচনায় সঙ্গী হোন নিজ সন্তানের। অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করলে কী বিপদ হতে পারে, সে সব নিয়ে খোলামেলা কথা বলুন। ওর মন অন্য দিকে ঘোরাতে আপনাকেই উদ্যোগী হয়ে উঠতে হবে। মাঝে মাঝে ওকে বেড়াতে নিয়ে যান, ওর সঙ্গে সময় কাটান। ওকে বই কিনে দিতে পারেন। বই পড়া শুরু করলে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমবে।

খুদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে? সম্পর্কের ভিত শক্ত করতে কী কী করবেন?

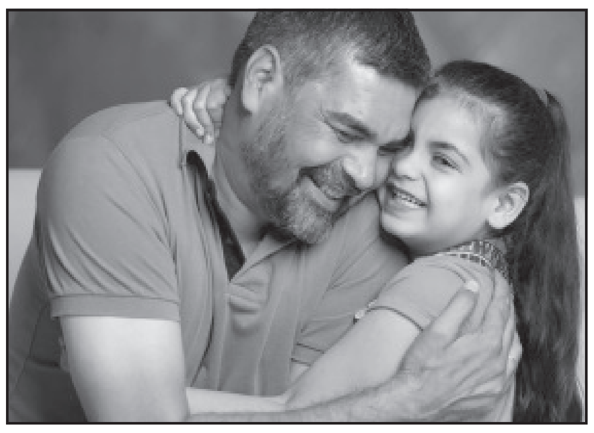

যে খুদের একটা সময়ে মা-বাবাকে ছাড়া চলত না, সে এখন দিব্যি একা ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। বদলে গিয়েছে পছন্দ-অপছন্দ। বাইরের নানা বিষয়ে তার আগ্রহ বেড়েছে। কিছু পছন্দ না হলেই ঠোঁট উল্টে যায়। পরিণত হচ্ছে সে। নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে শিখছে। বাবা-মায়ের উপর মাঝেমধ্যেই রেগে যাচ্ছে।

কথা বন্ধ, দূরত্ব, নিজের পরিসরে কাউকে ঢুকতে না দেওয়া। সন্তানের এমন আচরণে উদ্বেগ বাড়ছে বাবা-মায়েরও।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য পরস্পরের প্রতি সম্মান অত্যন্ত জরুরি। কিশোর-কিশোরীরা তাদের বয়সে পৃথিবীকে নতুন করে চিনতে শেখে, জানতে শেখে, অনুভব করতে শেখে। সে সময়ে পারস্পরিক সম্মান ও মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনাই হল সম্পর্ক মজবুত করার চাবিকাঠি। এর জন্য দরকার খানিকটা সময় আর ধৈর্য। বাবা-মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য বা দূরত্ব তৈরি হওয়ায় যে সব সময়ে সন্তানেরই ভূমিকা থাকে, এমনটা কিন্তু নয়। বরং কিছু ক্ষেত্রে বাবা-মা দায়সারা হন, আধিপত্য বজায় রাখতে চান, নিজেদের ব্যস্ততার মাঝে খুদেকে সময় দিতে পারেন না। সমস্যা শুরু হয় সেখানে। শিশুদের বড় হওয়ার সময়ে, তাদের সঙ্গে আচরণের ধরন বদলাতে হবে। সম্মান সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুদের সঙ্গে আর একটু বেশি সময় কাটান। দুপুরে না হলেও রাতের খাবারটা একসঙ্গে সারুন। মাসে অন্তত এক বার ওকে নিয়ে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসুন। ওর কথা শোনার জন্য দিনের খানিকটা সময় বরাদ্দ করুন।

মন খুলে কথা বলুন খুদের সঙ্গে, ওর মনে কী আছে সেটাও জানতে চান।

যে খুদেটি এক সময়ে নির্ভরশীল ছিল, সে হঠাতনিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে চাইছে। এতে বাবা-মায়ের অস্বস্তির চেয়েও ভয় হয় বেশি। এই বুঝি ভুল করে বসবে সে। অনেক বাবা-মায়ের আবার আধিপত্য বজায় রাখার প্রবণতা থাকে। অর্থাত নিজের সিদ্ধান্ত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার স্বভাব। খুদে যা করবে, সেটাই ভুল এই মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে কী পারে আর কী পারে না, সেটা প্রমাণ করার খানিকটা সুযোগ কিন্তু তাকে দিতেই হবে। ভুল না করলে মানুষ অভিজ্ঞ হয় না। তাই সন্তান ভুল করবে ধরে নিয়ে নিজের মতামত ওর উপর চাপিয়ে দিলে আখেরে কিন্তু ক্ষতি হবে। আপনি ওকে ভুল বুঝবেন না, এই ভেবে খুদে যেন আপনার কাছে সবটা খুলে বলতে পারে সেই সুযোগটা ওকে করে দিন।

তা হলে কি শিশু যা বলবে, তা-ই চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হবে? না, মোটেই নয়। না বলাটাও জরুরি। তবে না বলার কায়দাটা শিখতে হবে। মুখের উপর কোনও কারণ ছাড়াই না বলে দিলে আরও জেদি হয়ে উঠবে সে। উল্টে তাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিন ওর সঙ্গে, নিজের ভুলগুলি উদাহরণ হিসাবে বলতে পারেন। মন খুলে কথা বলুন ওর সঙ্গে, ওর মনে কী আছে সেটাও জানতে চান। ধৈর্য সহকারে যুক্তি দিয়ে "না" বললে ছেলে মেয়েরা আরও সহনশীল হয়ে উঠবে। বুঝবে, জীবনে সব কিছু চাইলে পাওয়া যায় না। অর্জন করতে হয়। এর ফলে সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হবে না, আর খুদের সঙ্গে আপনার বন্ধন আরও মজবুত হবে।

বর্ষায় আদরের পোষ্যকে চনমনে রাখতে সাহায্য করবে কিভাবে

বাড়িতে পোষ্য থাকলে বর্ষায় তাকে নিয়ে বাড়তি একটা চিন্তাই থাকে। কারণ বর্ষার মরসুম মানেই শরীর খারাপের আশঙ্কা। মানুষ তো বটেই, পোষ্যরাও স্যাঁতসেঁতে এই আবহাওয়ায় একেবারে কাবু হয়ে পড়ে। তার উপর পোষ্যরা কথা বলতে পারে না। ফলে তাদের শরীরের অন্দরে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, নিজেরা মুখ ফুটে তা বলতেও পারে না। গলাব্যথা, জ্বর, ত্বকে অস্বস্তির মতো নানা সমস্যার মধ্যে যায় পোষ্যরাও। এ মরসুমে আদরের পোষ্যকে সুস্থ রাখার উপায়গুলি কী? টাটকা খাবার খাওয়ান- পুষ্টিগুণ আছে এমন খাবার বেশি করে খাওয়ান পোষ্যকে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি যেন পোষ্যের থাকে, সে বিষয়ে নজর দিন। বাসি মাছ, মাংস একেবারেই খাওয়াবেন না পোষ্যকে। বরং টাটকা ফল, সব্জি দিয়েই খাবার বানিয়ে দিন। তবে খাওয়াদাওয়ার বিষয়টি নিয়ে পশু চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন।

হাঁটাচলা করান- বর্ষায় পোষ্যরা চলাফেরা করার চেয়ে গুটিসুটি মেরে ঘরের এক কোণে শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ করে। লক্ষ রাখুন পোষ্য দিনের অধিকাংশ সময় যেন শুয়ে না থাকে। সকাল অথবা বিকালের দিকে হাঁটতে নিয়ে বেরোন। বাড়িতে পোষ্যের সঙ্গে খেলা করুন। শারীরিক ভাবে সক্রিয় থাকলে সুস্থ থাকবে পোষ্য। চিকিতকের পরামর্শ- বাড়িতে পোষ্য থাকলে পশু চিকিতকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেই হবে। বিশেষ করে বর্ষায় পোষ্যেকে দেখাশোনা করার পদ্ধতিগুলি চিকিতকের কাছ থেকে জেনে নিন। চিকিতকের পরামর্শ মতো পোষ্যের যত্ন নিন। কোনও সমস্যা না হলেও ১৫ দিন অন্তর পোষ্যকে নিয়ে যান চিকিতকের কাছে চেক আপ করাতে। টিকা- বাড়ির একরত্তিটির মতো পোষ্যেদরও সময় মতো টিকা দেওয়া প্রয়োজন। সঠিক সময়ে টিকা না দিলে রোগবালাইয়ের ঝুঁকি বেশি থাকে। প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ে টিকা দিলে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখুন পোষ্য থাকলে বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। ধুলোবালি থাকলে পোষ্যদের অসুবিধা হতে পারে। বর্ষায় হাঁচি-কাশির সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। তাই কোথাও ধুলো জমতে দেবেন না।

সন্তান খারাপ ব্যবহার করছে? বকুনি না দিয়ে সামলাবেন কী ভাবে?

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে বদল আসে। সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। সন্তানের শৈশবের কথাবার্তার সঙ্গে কৈশোরের আচরণ মিলবে না। কিন্তু সেই বদল ইতিবাচক হওয়া জরুরি। শিশুসুলভ আচরণ যদি খারাপ ব্যবহারে রূপান্তরিত হয়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা জরুরি। বয়ঃসন্ধির সময়ে শুধু শরীরে নয়, নানা বদল আসে মনেও। তবে সেই বদলের প্রতিফলন বড়দের অসম্মান করা হতে পারে না। সন্তান কি কথায় কথায় মেজাজ দেখাচ্ছে? একেবারেই কথা শুনছে না? বোঝাতে গেলেও সমানে তর্ক করে যাচ্ছে? সন্তানের অভিব্যক্তির পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন বাবা-মায়েরা। বকুনি দিয়ে ফেলেন। তাতে পরিস্থিতি অনেক সময়ে হাতের বাইরে চলে যায়। বকুনি দেওয়া কিংবা মারধর করায় কোনও সমাধান মেলে না। বরং অন্য পথে হেঁটে দেখুন। ১) প্রথমেই বকুনি না দিয়ে সন্তানের এই ধরনের আচরণের কারণ খোঁজার চেষ্টা করুন। অনেক সময়ে বাচ্চারা তাদের মনের কথা সঠিক ভাবে বুঝিয়ে উঠে পারে না। সেই অপারগতা থেকেই অসহায়তা কাজ করে। অসহায়তা ঢাকতেও দুর্বিনীত আচরণ করে ফেলে। আপনার সন্তানও এই ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কি না, কথা বলে বোঝার চেষ্টা করুন। ২) বড়দের হাবভাব প্রকাশ পায় কথাবার্তায়? একেবারেই বয়সোচিত নয়, এমন কোনও শব্দ যদি সন্তান বলে থাকে, তা হলে তাকে সেখানেই থামান। অনেক সময়ে শব্দের অর্থ না বুঝেই অনেক কিছু বলে ফেলে বাচ্চারা। ফলে সে ধরনের শব্দবন্ধের বদলে নতুন কোনও শব্দ শেখান, যেগুলি শিশুর বোধগম্য হবে। ৩) ভাল ব্যবহার করার একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে। সেটা শিশুকে বোঝান। রেগে গেলেও নিজেকে কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সে, তা শেখানো জরুরি। যদি সন্তান আপনার কথা শুনে তেমন পথেই হাঁটে, তা হলে প্রশংসা করতেও ভুলবেন না। ৪) সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হওয়া জরুরি। সব সময়ে তার খুঁত ধরবেন না। তাতে শিশুর মনে ক্ষোভ জমা হতে থাকে। তারই বহিঃপ্রকাশ হতে পারে সন্তানের রুক্ষ আচরণ।

বর্ষায় চোখের সংক্রমণ রুখতে নিয়মিত খাওয়া জরুরি

সূর্যাস্তের পর বেশ কয়েক জনের চোখে রোদচশমা দেখেই খটকা লেগেছিল। রোদ থেকে চোখকে সুরক্ষিত রাখতে "গগল্‌স" পরেন অনেকেই। কিন্তু বিকেলের পর তা চোখে রাখার প্রয়োজন হয় না। বিকেলের পর কিংবা ঘরের বাইরে না বেরোলেও রোদচশমা পরার প্রয়োজন হয় চোখে কোনও রকম সংক্রমণ হলে। বর্ষার এই আবহাওয়ায় শহরে "জয়বাংলা" প্রকোপ বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ ছাড়া, দীর্ঘ ক্ষণ টেলিভিশন, ফোন বা ল্যাপটপের পর্দায় চোখ রাখার অভ্যাসের ফলে "ড্রাই আইজ"-এর সমস্যা তো সারা বছরই ছিল। চিকিতসকেরা বলছেন, বর্ষার আবহাওয়ায় বাতাসে ভাইরাসের পরিমাণ বেড়ে যায়। সারাক্ষণই একটা অস্বস্তি অনুভূত হতে থাকে। স্পর্শকাতর ত্বক বা চোখের ক্ষেত্রে এ ধরনের লক্ষণগুলি বেশি দেখা যায়। তবে শরীর আর্দ রাখার পাশাপাশি চোখেরও যদি আর্দতা বজায় রাখা যায়, সে ক্ষেত্রে এই ধরনের সমস্যা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। এমন কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলি খেলে চোখের স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কোন কোন খাবার খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকতে পারে?

চোখের উপর স্বচ্ছ তরল পদার্থের আস্তরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে খাবার তালিকায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রাখা জরুরি। এই যৌগটি চোখের "মেইবোনিয়ান" গ্রন্থির তৈলাক্ত পদার্থের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। তাই প্রতি দিন ডিম, সামুদ্রিক মাছ, বিভিন্ন রকম বাদাম, বিভিন্ন রকম বীজ খান। যে সব খাবারে ভিটামিন এ রয়েছে, তা-ও খাওয়া যেতে পারে। যেমন গাজর, মিষ্টি আলু, পালং শাক, কুমড়ো খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরা।

অনলাইনে আলাপের পর প্রথম দেখা?

ইদানীং বিশেষ বান্ধবী বাছাইয়ের বিষয়ে অ্যাপ ও অনলাইনে ভরসা করছেন অনেকেই। কর্মব্যস্ততার মাঝে আলাদা করে মনের মানুষ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পান না অনেকেই। এ দিকে, একেবারে অচেনা কারও সঙ্গে জীবন কাটাতেও রাজি নয় আধুনিক প্রজন্ম। স্বাভাবিক ভাবেই জনপ্রিয়তা বাড়ছে অনলাইন ডেটিং অ্যাপগুলির। অনলাইনেই একে অপরকে বুঝেশুনে তার পর আসে দেখা-সাক্ষাতের পালা।

ডেটিং সাইটে আলাপের পর ভাল লাগার মানুষটির সঙ্গে প্রথম মুখোমুখি দেখা করার আগে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে। দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রথম দিন আপনি তাঁর সামনে কী ভাবে যাচ্ছেন, সেটা কিন্তু বেশ জরুরি। তাই কেবল দেখা করাই নয়, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে মেনে চলুন বিশেষ কিছু নিয়ম।

১) প্রথম দেখাটা কোথায় করবেন, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। প্রথমেই এমন একটা জায়গা বাছুন, যা আপনার চেনা এলাকার মধ্যে পড়ে। এবং এলাকাটি জনবহুল। খুব ফাঁকা এলাকা, হোটেলের ঘর, বা অচেনা জায়গা দেখা করার জন্য বাছবেন না। পারলে ওই এলাকায় বিপদে পড়লে আপদকালীন কিছু ফোন নম্বর সঙ্গে অবশ্যই রাখুন। প্রথম ডেটের জন্য কোনও ক্যাফে, নন্দন, প্রিন্সেপ ঘাটের মতো জায়গা বেছে নিতে পারেন। মনে রাখবেন, প্রথম দিন কিন্তু দেরি করবেন না, সঙ্গীকে অপেক্ষা না করানোই ভাল।

২) প্রথম ডেটে একে অপরের সঙ্গে যত কথা বলবেন, ততই ভাল। তবে মনে রাখবেন, নিজের সম্পর্কে এমন কিছু বলবেন না, যা বিশ্বাসযোগ্য নয়। অকারণ মিথ্যা বলে মনজয় করারও চেষ্টা করবেন না। আপনি যেমন, ঠিক সে ভাবেই নিজেকে তুলে ধরুন সঙ্গীর সামনে। এতে ভবিষ্যতে সম্পর্কটি এগোলে জটিলতা কম হবে।

প্রথম দিনই খুব আবেগতাড়িত হয়ে নিজের বিষয়ে সবটা উজাড় করবেন না। ছবি: সংগৃহীত।

৩) বাড়িতে কে কে আছেন, কেমন ভাবে বেড়ে ওঠা, বাড়ির মানুষদের প্রতি তাঁর মনোভাব কেমন, তাঁর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করুন। প্রথম দিনই কোনও ভুল বোঝাবুঝি বা তর্ক এড়িয়ে যান। চেষ্টা করুন ডেটে গিয়ে নিজের ফোনটি কম ব্যবহার করার। সারা ক্ষণ ফোনের দিকে তাকিয়ে না থেকে সঙ্গীর চোখে চোখ রেখে কথা বলুন।

৪) প্রথম দিনই খুব আবেগতাড়িত হয়ে নিজের বিষয়ে সবটা উজাড় করবেন না। বিশ্বাস ও ভরসা তৈরি হওয়ার সময় দিন। প্রথম দিনই নিজের ও তাঁর খুব ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। অতীতের সম্পর্ক নিয়েও কথা সে দিন এড়িয়ে চলুন। বরং সময় দিন নতুন সম্পর্কটাকে।

৫) যদি দেখেন, আপনার অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাশের মানুষটি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে প্রতিবাদ করুন ও দরকারে সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসুন। ডেটে আসা মানেই কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তৈরি হতে দেওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া নয়, তা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে নিন।

'পদবী পাঁচালী'

দীপক রঞ্জন কর

তালতলার তালুকদার
মজার সাথী মজুমদার।
হালদার বড়ই মালদার
দোস্তিদারের অস্তি-সার।

দত্ত বাবুর সত্য কথা
গুপ্ত বাবুর সুপ্ত ব্যথা।
বণিক বাবুর টনিক ছাড়া
মল্লিক বাবু দিশেহারা।

মন্ডল বাবুর ক্যান্ডেল ধরে
কুন্ডু বাবু চন্ডিগড়ে।
নন্দী বাবু ফন্দি করে
মিশ্র বাবুকে বন্দী করে।

নট্টপড়ার হট্টগোলে
বৈদ্য বাবু চাল চালে,
পাল বাবুর কূট চালে
সেন বাবু যায় জেলে।

নাগ বাবুর রাগ বেশি
ভয়ে কাঁপে দাস-দাসী।
ঘোষ বাবুর কথার দোষে
বোস বাবু রাগে ফুঁসে।

ব্যানার্জি বাবুর এনার্জি নাই
আচার্যি হল বাবুর্চি তাই।
আক্তার বাবু ডাক্তারি পড়ে
নাথ বাবুর তাঁত ঘরে।

কর বাবুর কপাল খারাপ
ওঝা করে সোজা আলাপ।
কাজী সাহেব দিলেন রায়
মাঝি ভাই রাজি তাই।

জানা বাবুর আছে জানা
রানা ভাই যে রাতকানা।
মালি বাবু ছাড়েন বুলি
আলী ভাই মারেন তালি।

লোধ বাবুর প্রতিশোধে
সিং দা ভোগে বৃষ্টি রোদে।
চক্রবর্তীর চক্করে পরে
মুখার্জি আজ ভবঘুরে।

ভট্ট গেছেন চট্টগ্রামে
গান্ধী বাবু তার বামে।
শীল বাবুর কিল খেয়ে
ভীল বাবু আসেন ধেয়ে।

ভৌমিকের মৌলিক কাজে
পোদ্দার বাবু মরে লাজে।
সরকার চলে দরকার বুঝে
সিকদার ভাই শিকার খুঁজে।

সাঁতরা বাবু মাত্রা ছেড়ে
সুর তুলেন রোজ ভোরে,
বড়ুয়া বাবু ঘরোয়া লোক
নিরবে করেন উপভোগ।

চৌধুরীদার ফৌজদারি মামলায়
ঘোষাল,সান্যাল পরেন
হামলায়।
গায়েন বাবুর আইন দেখে
হাজরা বাবু দাঁড়ালেন রুখে।

অধিকারীর ন্যায্য অধিকার
বসাক চাইছে পোশাক তার।
কোনার বাবু সোনার মানুষ
হোসেন,মিঞায় আছেন খুশ।

বর্ধন বাবুর গর্দন ব্যথায়
নাথ বাবুর হাত বুলায়।
দাম কাকুর ঘাম ঝরে
প্রসাদ বাবু পাত্র ধরে।

শর্মা, বর্মা, বার্মা হতে
কোরমা আনে বিলায় পাতে।

মিত্র বাবু চিত্র আঁকে
রায় পাড়ার নদীর বাঁকে।

নম বাবুর সমবয়সী
দাদ বাবু প্রতিবেশী।
বড়াল সদা আড়াল থাকেন
চন্দ বাবু ছন্দেই হাঁকেন।

মাইতি বাবু নাইতে গেলে
পালিত বাবুর দেখা মেলে,
বিশ্বাস বাবুর আশ্বাসের সঙ্গে
খান ভাইয়ের মান ভাঙ্গে।

মল্ল দাদার গল্প নিয়ে
বিন বাবুর দিন কাটে ,
ভদ্র বাবুকে ভদ্র দেখে
শূদ্র সাহেব সাথে রাখে।

আঢ্য কাকা যাবেন ঢাকা
পুরকায়স্থের পকেট ফাঁকা।
যাদব সঙ্গে আসেন বেড়া
মাহাত বাবু সবার সেরা।

রিয়াং বাবু ইয়াং ম্যান
চাকমা,ভৌমিক আছেন সেন,
সূত্রধরের সূত্র ধরে
লস্কর,পন্ডিত বিচার করে।

বৈদ্য, রাহা, দেব,পাটারি
বসু, সাহা, গুহ ,ব্যাপারী ,
বর,দে,শিব,কবির, মান্না
অনেক হল আজ আর না।

বৈরাগ্য করে আরোগ্য লাভ
সমাদ্দারের সাথে সামন্তর ভাব,
আব্দুল, পাঁজা, বর্মন, কাপালী।
শত পদবীতে হল পদবী
পাঁচালী।

বাংলাদেশ-ভারতের সংসদকে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হয়: স্পিকার ওম বিরলা

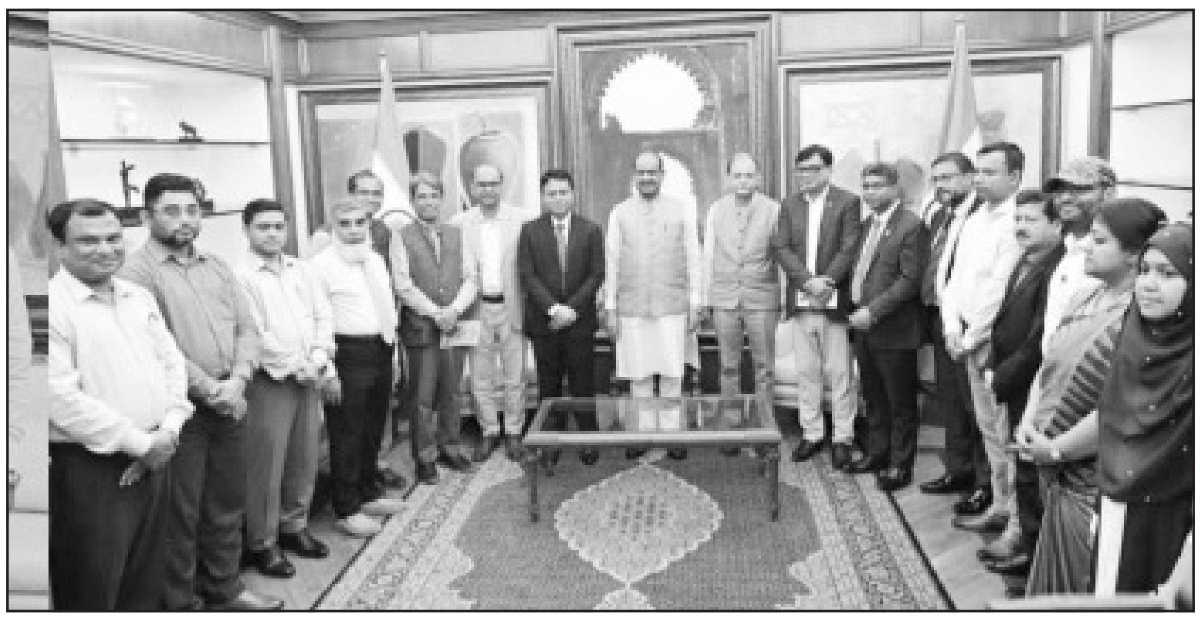

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৯।। ভারতীয় লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা বলেন, লোকসভা ১৪০ কোটি জনতার প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলাদেশ ও ভারতের গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রায় একই। সংসদ জনতার কথা বলে। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি জনতার বিশ্বাস। উভয় দেশের সংসদকে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে হয়। প্রযুক্তি ও দক্ষতা বাড়িয়ে জনগণকে সেবা দিতে হবে। সংসদ জবাবদিহি করবে জনগণকে। সংসদকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ও জনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংসদ সচিবালয়ের ভূমিকা রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সকল বিলের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও কারণ সংসদে আলোচনা হয়ে থাকে, যার সবই জনগণের স্বার্থে। সারা বিশ্বেই এই চর্চা হওয়া উচিৎ। এসময় তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি-কে শুভেচ্ছা জানান।

ভারতীয় লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা-র সাথে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালামের নেতৃত্বে ভারত সফররত সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ বুধবার সৌজন্য সাক্ষাৎ কালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

স্পিকার আরো বলেন, ভারতের সংসদের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি-সংবিধান, কার্যপ্রণালি বিধি সকলের জানা দরকার। সচিবালয়ের কাজ হলো সংসদ-সদস্যগণকে সংবিধান ও স্পীকারের নির্দেশনা জানানো। ভারতের লোকসভাকে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশের পারস্পরিক সংসদীয় সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময় খুবই ফলপ্রসূ হতে পারে।

স্পিকার ওম বিরলা-কে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মহান উচ্চতায়। পার্লামেন্টারি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর ডেমোক্রেসিস (প্রাইড) চমৎকার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে যা ফলপ্রসূ। দুইদেশের এরকম প্রশিক্ষণ বিনিময় সত্যি প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি-র নেতৃত্বে সংসদ সচিবালয় অনেক উন্নত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নের পর স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে স্মার্ট পার্লামেন্ট তৈরির কার্যক্রম চমলান। এসময় স্পিকার ওম বিরলা-কে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান সিনিয়র সচিব।

এর পূর্বে লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে তার লোকসভার কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম। সিনিয়র সচিব কে এম আব্দুস সালাম বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় থেকে প্রতিবছর ৩০জন কর্মকর্তা লোকসভায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকে, যা সত্যি অভূতপূর্ব। এসময় তারা সংসদীয় রীতি-নীতি, সংসদীয় চর্চা, সরকার পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন।

এসময় জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: সালেহ উদ্দিন, এম এ কামাল বিল্লাহ, যুগ্মসচিব মো. তারিক মাহমুদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ববিতার মামলায় বিচারপতির নির্দেশ বহাল ডিভিশন বেঞ্চে

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : ববিতা সরকারের করা মামলায় বুধবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। স্কুল সার্ভিস কমিশনকে সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার ওএমআর শিট বা উত্তরপত্র প্রকাশ করতে হবে।

ঠিক হয়েছে, একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত অন্য একটি মামলা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। সেই মামলার অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারবে সিঙ্গেল বেঞ্চ।

বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী উত্তরপত্র প্রকাশে কোনও অসুবিধা নেই। তবে, উত্তরপত্র প্রকাশ করলেও তার উপর ভিত্তি করে কারও চাকরি এখনই বাতিল করা যাবে না বলেও জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

গত ৭ জুলাই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ২০১৬ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যে ৫,৫০০ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা-সহ অপেক্ষা তালিকায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের উত্তরপত্র প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। উত্তরপত্রের পাশাপাশি নাম, বাবার নাম, ঠিকানা, স্কুলের নাম-সহ ৯০৭ জনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে, যাঁদের বিকৃত উত্তরপত্র উদ্ধার করেছিল সিবিআই। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ২০১৬ সালে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষার বিস্তারিত মেধাতালিকার প্রকাশের আবেদন করে মামলা করেন ওই বিচারপতিরই নির্দেশে চাকরি হারানো ববিতা। তাঁর দাবি, ২০১৬ সালের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ৫,৫০০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ৯০৭টি বিকৃত উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) উদ্ধার করে সিবিআই। তার মধ্যে ১৩৮ জন ছিলেন প্রতীক্ষিত তালিকায় (ওয়েটিং লিস্টে)।

ববিতার আবেদন, একাদশ-দ্বাদশের বিস্তারিত তথ্য-সহ প্যানেল প্রকাশ পেলে কারা, কী ভাবে, কোথায় চাকরি পেয়েছেন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম ২০ জনের মধ্যে দুর্নীতির কারণে কেউ চাকরি পেয়ে থাকেন, তবে তাঁর আবার শিক্ষিকা হওয়ার সুযোগ আসবে। তাই প্যানেল প্রকাশ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ২০১৬ সালে নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া ৫,৫০০ জনের উত্তরপত্র প্রকাশের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল কমিশন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে চাকরি হারান ববিতা। সেই চাকরি অনামিকাকে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে অঙ্কিতার থেকে যে টাকা ববিতা পেয়েছিলেন, তা-ও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছেন ববিতা। সেই মামলা এখনও ডিভিশন বেঞ্চেই বিচারাধীন। তার মাঝেই মেধাতালিকা এবং উত্তরপত্র দেখতে চেয়ে নতুন মামলা করেন ববিতা। সেই মামলায় সিঙ্গেল বেঞ্চের রায় বহাল রাখা হল ডিভিশন বেঞ্চেও। শীঘ্রই উত্তরপত্র প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে।

এক সময় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর বিরুদ্ধে নিয়ম-বহির্ভূত পদ্ধতিতে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ এনে আদালতের দ্বারস্থ হন ববিতা। মামলা শেষে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে স্কুলশিক্ষিকার পদ হারিয়েছিলেন অঙ্কিতা। সেই চাকরি ববিতাকে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর ববিতারও চাকরি বাতিলের দাবিতে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা অনামিকা। তাঁর অভিযোগ ছিল, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর কাছে আবেদন করার সময় ববিতার স্নাতকস্তরের শতকরা নম্বর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে, যার ফলে তাঁর 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' বেড়ে গিয়েছে।

বাংলাদেশের স্পীকারের সাথে কসোভো প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূতের বিদায়ী সাক্ষাৎ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৯।। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি''র সাথে বুধবার তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভো প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত গুনের উড়েয়া বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ, দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময়, আন্ত:সংসদীয় সহযোগিতা, কসোভোর স্বাধীনতা এবং পার্শবর্তী দেশসমূহের সাথে কসোভোর সম্পর্কসহ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধবস্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য যোগাযোগ একইসাথে শুরু করেছিলেন। তিনি বলেন, কসোভোর মত বাংলাদেশও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। স্পীকার বলেন, সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপ এবং আন্ত:সংসদীয় সহযোগিতা বাংলাদেশ-কসোভো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করতে পারে। এসময় তিনি দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য যোগাযোগ, রপ্তানী পণ্য এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশে তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই কোভিডের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত গুনের উড়েয়া বলেন, বাংলাদেশ কোভিড অভিঘাত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেছে। তিনি আরও বলেন, কসোভো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ পেতে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে।

''আমরা আমাদের কাজ করব, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে'', তোপ দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : মেলেনি পুলিশের অনুমতি। তারপরও, পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে বুধবার পথে নেমেছে বিজেপি। ''আমরা আমাদের কাজ করব, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে'', এই মিছিল প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের কাছে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

বিজেপির দাবি, পঞ্চায়েত ভোটে ১১জন দলীয় কর্মী খুন হয়েছেন। আক্রান্ত হয়েছেন সাড়ে ৩ হাজার কর্মী। তাঁদের মধ্যে ৬৫০ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পঞ্চায়েত ভোটে ১২ হাজার ৪৯২টি বুথ দখল হয়েছেএবং ২১ হাজার বুথে ভোটই না হওয়ার অভিযোগ তুলছে বিজেপি।

এসবের প্রতিবাদে, বুধবার দুপুরে পথে নামে তারা। কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত হবে বিজেপির মহা মিছিল। তাঁদের দাবি, পুলিশের অনুমতি না মিললেও, তাঁরা মহা মিছিল করবেন। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, '' পুলিশ নিজেই অশান্তি করছে। আমরা আমাদের কর্মসূচি বহাল রাখব। যারা 'হায় গনতন্ত্র' বলে সাড়া দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাদের রাজ্যে গণতন্ত্র মাটি ছাপা পড়ে গেছে। কোর্টে যেতে হয় গণতন্ত্র খুঁজতে। চশমার দোষ আছে। ''

অন্যদিকে ভাঙড়-অশান্তি নিয়েও মুখ খোলেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, '' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তি চান না। তাই ভাঙড়ে শান্তি ফিরছে না। ওঁরা হস্তক্ষেপ বন্ধ করলে ভাঙড়ে নিজে থেকেই শান্তি ফিরে আসবে। নওশাদকে তো আটকে দিয়েছে। ঢুকতেই পারেনি। ''

ইসলামাবাদে মুষলধারে বৃষ্টিতে ভবনের দেওয়াল ধসে ১১ জনের মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ১৯ জুলাই (হি. স.) : পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের নুন থানা এলাকায় পেশোয়ার রোডে প্রবল বৃষ্টিতে একটি ভবনের দেওয়াল ধসে পড়ে। বুধবার ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে অন্তত ১১ জন নিহত ও ছয়জন আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মানুষের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্ষার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডি শহর। দুটি শহরই প্রায় জলমগ্ন। ইসলামাবাদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আই-৯-এর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট খান জেবের মতে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ থেকে ১১ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সের নির্বাহী পরিচালক ডঃ ইমরান সিকান্দারের মুখপাত্র ডঃ মুবাশ্বির দাহার মতে, তাঁর কাছে ১১টি মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে। নিহতরা সবাই শ্রমিক। আহত ছয়জনকেও আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিরা আশঙ্কামুক্ত।

"রাজ্যে হিংসায় এত মৃত্যু, কার বাড়ি গিয়েছেন মমতা'', প্রশ্ন দিলীপের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : অশান্ত মণিপুরের পরিস্থিতি দেখতে বুধবার সেখানে গিয়েছে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। এই নিয়ে এ দিন সাংবাদিকদের কাছে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষের কটাক্ষ, রাজ্যে হিংসায় এত মৃত্যু। কার কার বাড়ি গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?

বুধবার মণিপুরে তৃণমূলের দলে রয়েছেন ৫ সাংসদ ডেরেক ও' ব্রায়েন, দোলা সেন, সুস্মিতা দেব, ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মণিপুরের উপদ্রুত এলাকা ঘুরে দেখার কথা তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের। গোষ্ঠীসংঘর্ষে গত কয়েকমাস ধরেই জ্বলছে বিজেপি-শাসিত মণিপুর।

অন্যদিকে বাংলার ভোট-সন্ত্রাস দেখতে রাজ্যে এসেছে বিজেপির ৫ মহিলা সাংসদ। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার পর আজ হাওড়ার আমতায় গেলেন তাঁরা। কথা বলেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে। মঙ্গলবার দেগঙ্গার ৩টি এলাকায় যান সাংসদ সরোজ পাণ্ডেরা। কলকাতায় ফিরে মাহেশ্বরী ভবনে ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির ৫ মহিলা সাংসদ। এর আগে রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে বিজেপির তথ্য অনুসন্ধানী দল গত সপ্তাহে রাজ্য এসেছিল।

নিহত ছাত্রের দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

বীরভূম, ১৯ জুলাই (হি. স.) : নিহত ছাত্রের দোষীদের শাস্তির দাবিতে এসডিপিও অফিসের সামনে বুধবার বিক্ষোভ দেখাল কিছু গ্রামবাসী। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাটের। স্কুল ছাত্রর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দফতরের সামনে বিক্ষোভ নিহত ছাত্রের পরিবার ও গ্রামবাসীদের একাংশ। পরিবারের দাবি তাদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে দোষীদের। এই দাবিতেই বিক্ষোভ।

উল্লেখ্য, গত ১১ জুলাই রামপুরহাটের নারায়ণপুরে ব্রাহ্মণী নদীতে আরিফ হোসেন নামে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তদন্তে নামে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করে রামপুরহাট থানা।

নিহত অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আরিফ হোসেনের বাবা রাজু হোসেনের দাবি, ছেলেকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তরা দোষ কবুল করে। তা সত্ত্বেও পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়। পুলিশ কেন নিরপেক্ষ তদন্ত করছে না? ছেলের খুনিদের কঠোর শাস্তি দাবিতে তিনি বিক্ষোভ প্রতিবাদে সামিল হন।

"জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে', দাবি অমিতের

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি স)। 'প্রমাণিত আমাদের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে' বুধবার টুইটারে এই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের এই রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস বিজেপিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্দান্ত ফল করা থেকে থামাতে পারেনি। বিজেপি আগের নির্বাচনের তুলনায় তার আসন সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে যা প্রমাণিত আমাদের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে

এটি একেবারে জলের মতো স্বচ্ছ যে জনগণের স্নেহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জী-এর নেতৃত্বাধীন বিজেপির সাথে রয়েছে এবং লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তারা বিজেপিকে অবশ্যই উচ্চতার শিখরে নিয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারী এবং সকল কার্য্যকর্তাদের অনেক অভিনন্দন। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দলের সাথে অটল ছিলেন।"

পুনর্নির্বাচনের দাবি ৯ তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থীর

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি সাংসদের পর এবার পুনর্নির্বাচন ও পুনর্গণনার দাবি জানিয়ে আদালতে গেলেন মোট ৯ তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থী। কেউ জিতেও শংসাপত্র পাননি বলে অভিযোগ। কেউ আবার কাঠগড়ায় তুলেছেন প্রিসাইডিং অফিসারকে। আগামী শুক্রবার এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ, প্রতি ক্ষেত্রেই শাসকদলকে নিশানা করেছে বিরোধীরা। গণনার দিন একাধিক জয়ী বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী অভিযোগ করেছেন যে, তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে না। কেউ গণনায় ব্যাপক কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে। এই পরিস্থিতিতে গতকাল মঙ্গলবার পুনর্নির্বাচন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এবার পুনরায় ভোট ও পুনর্গণনার আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থহন তৃণমূল ও নির্দল প্রার্থী।

২ জন নির্দল ও ৭ জন তৃণমূল প্রার্থী এদিন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই পূর্ব মেদিনীপুরের। কারও অভিযোগ, ভোটে জিতেও শংসাপত্র পাননি। কেউ অভিযোগ করেছেন ব্যালট পেপারে প্রিসাইডিং অফিসারের সই নেই বলে। বুধবার বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হলে মামলা দায়েরর অনুমতি দিয়েছে আদালত। আগামী শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা।

মহারাষ্ট্রে প্রবল বর্ষণে নদীর জলস্তর বেড়ে কয়েকশ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

মুম্বাই, ১৯ জুলাই (হি. স.) : সোমবার থেকে মুম্বাই সহ মহারাষ্ট্রে ভারী বর্ষণে রাজ্যের বেশ কয়েকটি নদীর জলস্তর বেড়েছে। এর জেরে রায়গড়, রত্নাগিরি, গদচিরোলি, চন্দ্রপুর জেলার শতাধিক গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকার নদীর ধারে বসবাসকারী মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেছে। আবহাওয়া দফতর পালঘর, থানে, মুম্বই, রায়গড়, রত্নগিরি, পুনে, সাতারা, চন্দ্রপুর, গাদচিরোলি, গোন্দিয়া এবং ইয়াভাতমালের মতো ১১টি জেলায় রেড অ্যালার্ট জারি করেছে।

প্রবল বৃষ্টিতে মুম্বই সংলগ্ন বদলাপুরে রেলপথ ডুবে গেছে, মধ্য রেলের লোকাল পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করছে, যখন পশ্চিম রেলের লোকাল পরিষেবাগুলি ধীর গতিতে চলছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস এবং অজিত পাওয়ার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন কোঙ্কন, বিদর্ভের নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধির পরে জরুরি ব্যবস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

সোমবার থেকে প্রবল বৃষ্টির কারণে গাদচিরোলি জেলার অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এখানে পার্লকোটা নদী প্লাবিত হয়ে জল ঢুকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভামরাগড় গ্রামে। এই গ্রামের বাজার ও আবাসিক ঘরবাড়ি জলে তলিয়ে গেছে। এলাকার ১০০ গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের সতর্ক করা হয়েছে এবং বৃষ্টির কারণে স্কুলে ছুটিও দেওয়া হয়েছে। একইভাবে চন্দ্রপুর জেলাতেও নদীর জল ঢুকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে।

সোমবার থেকে প্রবল বৃষ্টির তাণ্ডব চলছে। রায়গড় জেলায় বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অম্বা ও বশিষ্ঠি নদী। এ কারণে মহাদসহ অন্যান্য শহরে নদীর জল প্রবেশ করেছে। রাসায়নী থানায় বৃষ্টির জল ঢুকেছে, যার জেরে গতকাল রাত থেকেই পুলিশ সদস্যদের বেহাল দশা। সেই সঙ্গে রত্নাগিরিতে জগবুদি নদীর জলস্তর বেড়েছে। এ কারণে চিপলুন শহরের খেদের দোকান ও আবাসিক বাড়িতে নদীর জল ঢুকে পড়েছে। নদীর আশপাশের শতাধিক বাড়ির যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রত্নাগিরি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যোগেশ হুমসে নদীর ধারে বসবাসকারী লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। এখানেও স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

একইভাবে সোমবার থেকে অবিরাম বৃষ্টির কারণে মুম্বাই, থানে, পালঘরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। টানা বৃষ্টির কারণে সড়কে যান চলাচল ধীরগতিতে চলছে। অম্বরনাথ থেকে বদলাপুর পর্যন্ত রেলপথ প্লাবিত হয়েছে। এর জেরে কেন্দ্রীয় রেলের লোকাল পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। একইভাবে, বৃষ্টির কারণে, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে পানভেল থেকে বেলাপুর রুটে লোকাল ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। মুম্বইতে ভারী বৃষ্টির কারণে লালবাগ, পারেল, গান্ধী মার্কেট, সায়ন, মিলান সাবওয়ে, আন্ধেরি সাবওয়ে ইত্যাদি এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে। মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীরা পাম্পিংয়ের সাহায্যে জল বের করার কাজ করছে।

ভাসাই ভিরারে ভারী বৃষ্টির জেরে নিচু এলাকায় জল জমেছে। বুধবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হওয়া টানা বৃষ্টিতে নগিনদাস পাদা, বিজয়নগর টাকি রোড, আচোল রোড, জয়া প্যালেস এলাকায় জলা জমে রয়েছে। একইভাবে থানের ভিওয়ান্ডিতে ভারী বৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়েছেন মানুষ।

পুথিগত শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, উভয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক, বলেছেন অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : পুথিগত শিক্ষা এবং সংস্কৃতি, এই দুয়ের পরিভাষা এবং ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে বিস্তর ফারাক। বক্তা ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলাকেন্দ্রের সদস্যসচিব, কার্য্যনির্বাহী ও আকাদেমিক প্রমুখ তথা কুশাভাও ঠাকরে পত্রকারিতা ও জনসঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেয়াদের উপাচার্য্য তথা মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা ও জনসঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-রেজিস্ট্রার, লেখক-কবি-অভিনেতা অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ জোশি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক প্রয়াত বিনায়ক রাও বিশ্বনাথ কানেতকরের প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাতে গুয়াহাটির ভিআইপি রোডে (হেঙেরাবাড়ি) অবস্থিত সুদর্শনালয়-এর কর্মযোগী গৌরীশংকর চক্রবর্তী প্রেক্ষাগৃহে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল অসম প্রান্তের উদ্যোগে আয়োজিত স্মারক বক্তৃতানুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা প্রধান বক্তা হিসেবে 'ভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃতি' শীর্ষক বিষয়ের ওপর বিশ্লেষাত্মক ভাষণ দিচ্ছিলেন অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ জোশি।

বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতের উপস্থিতিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘ বক্তব্যে অধ্যাপক জোশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সংস্কৃতির শিক্ষা, না-শিক্ষায় সংস্কৃতি। বিষয়টি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা দরকার। বলেন, ভারতীয় বিদ্যার পরিভাষা একেবারে আলাদা। ভারতীয় বিদ্যায় ক্ল্যাসিফিক্যাশন আছে। এই ক্ল্যাসিফিক্যাশনে আছে সমৃদ্ধ দর্শন। দর্শন সংস্কৃতির বলিষ্ঠ উপকরণ। ভারতীয় সভ্যতা টিঁকে আছে সংস্কৃতির ওপর। তাই আজ পর্যন্ত কেউ ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে টু শব্দ করার 'হিম্মত' দেখাননি।

প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডলের তদানীন্তন অখিল ভারতীয় সংগঠনমন্ত্রী, অসমে যৌবন থেকে প্রৌঢ়, টানা ৫০ বছর সংঘের কার্যকর্তা নির্মাণে আত্মোৎসর্গকারী প্রয়াত বিনায়ক রাও বিশ্বনাথ কানেতকরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত নানা সময় নানা অন্তর্নিহিত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন বক্তা অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ জোশি।

গুরু-শিষ্য কেমন হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বহু উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, এই দুয়ের সম্পর্ক আত্মিক। গুরুর (শিক্ষক) স্থানই আলাদা। কিন্তু আজকাল নানা কারণে এই সম্পর্কে দূরত্ব বেড়েছে দেখে খেদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন,

নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন এলাকা পরিদর্শন করলেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এবং কর্পোরেটন রত্না দত্ত। ছবি নিজস্ব।

শিশু বিক্রি নয়, বরং শিশুর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে এগিয়ে এলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জুলাই।। বুধবার প্রভাতী জাগরণ পত্রিকাতে শিশু বিক্রির খবর শুনতে পেয়ে দ্রুত সেই শিশুদের বাড়িতে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব।স্বামী হারা এক মা অভাবের তাড়নায় নিজ গর্ভের সন্তানকে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন।যেটা খুবই অমানবিক। বুধবার বিশালগড়ের নবীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাজেদা বেগমের বাড়িতে গিয়ে মাজেদা বেগমের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। মাজেদা বেগমের পরিবারের হাতে কিছু আর্থিক সহযোগিতা তুলে দেন নিজ উদ্যোগে। পরে সরকারিভাবে শিশু দুটির জন্য সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। পিতৃহারা শিশুদের জন্য সরকারী প্রকল্পে মাসিক চার হাজার করে আঠারো বছর পর্যন্ত ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশালগড় মহকুমা শাসকের অফিসে যোগাযোগ করে সেই ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। তাছাড়া মহিলা আগে থেকেই সামাজিক ভাতা পেতেন। পরে এদিনই মহিলার বাড়িতে যান বিশালগড় মহিলা থানার কর্তৃপক্ষ সহ চাইল্ড লাইনের কর্মীরা। নবীনগরের পঞ্চায়েত অফিসে প্রধান, উপপ্রধান সহ সকলের উপস্থিতিতে মহিলা সহ তার দুই সন্তানকে নিয়ে আসা হয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির অফিসে। সেখানে মহিলার এক ভাই এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের সকলের মতামতে মহিলা সহ তার দুই সন্তানকে হোমে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে সরকারিভাবে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দুই কোলের সন্তান সহ সেই মানসিক অবসাদগ্রস্থ মহিলাকে এদিনই আগরতলার শ্যামলী বাজারের "অমনিকুরী স্বধা গৃহে" পাঠানো হয়। সেখানে মহিলা সহ তার দুই সন্তানের পড়াশুনা এবং ভরনপোষনের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। স্থানীয় বিধায়ক এবং সরকারী তৎপরতায় এই অভাগী মহিলা সহ তার সন্তান দুটির যথার্থ সুরাহা হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন বর্তমান সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।যেমন পিতৃ মাতৃ হারা সন্তান বা যেকোন একজন পিতা বা মাতা হারানো গরীব ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে সরকার একটি প্রকল্প তৈরি করেছেন।যেখানে আঠারো বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের চার হাজার টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। আরো অনেক প্রকল্প সেগুলো আমাদের সকলের দৃষ্টিগোচরে আনা প্রয়োজন।

নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপকে গ্রিনকো সিলভার রেটিং এনএফ রেলের

গুয়াহাটি, ১৯ জুলাই (হি.স.) : ২০২৩-এর জুলাই মাসে সিআইআই-সোহরাবজি গডরেজ গ্রিন বিজনেস সেন্টার, ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন নিউ বঙাইগাঁওয়ে অবস্থিত ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপকে গ্রিনকো সিলভার বেটিং প্রদান করা হয়েছে।

এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মধ্যে প্রথম ওয়ার্কশপ হিসেবে গ্রিনকো সিলভার রেটিং অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপটি নিজেদের বিভিন্ন গ্রিন রেটিং অন-সাইট কাজ সম্পূর্ণ করার ফলে এই সিলভার রেটিং অর্জন করেছে। গ্রিনকো হলো একটি রেটিং পদ্ধতি ভারতীয় শিল্পখণ্ডগুলি নিজেদের পরিবেশ অনুকূল কর্মক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করার ক্ষেত্রে যাতে প্রাকৃতিক ও আর্থিক উভয় সম্পদই সাশ্রয় করতে পারে। তার জন্য সুবিধা প্রদান করতে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির একটি উদ্যোগ হলো এই গ্রিনকো রেটিং পদ্ধতি।

সব্যসাচী দে জানান, প্রকৃতিকে সুরক্ষা দিতে চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার পার্থপ্রতিম রায়ের নেতৃত্বে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশ, নিউ বঙাইগাঁও উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে এবং সমস্ত আধিকারিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গ্রিনকো সিলভার রেটিং লাভ করেছে।

রোলিং স্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই ওয়ার্কশপটি শক্তি সাশ্রয়ী সরঞ্জাম, সবুজ পরিকাঠামো ব্যবহার করেছে। এছাড়া বিগত কয়েক বছরে এই ওয়ার্কশপটি বিশাল পরিসরে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। জল সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে বিগত কয়েক বছরে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট জলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

তিনি জানান, ল্যান্ডফিলে যাতে কোনও বর্জ্য পাঠানো না হয় তার জন্য এই ওয়ার্কশপের উপাদান সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারযোগ্যতার মানদণ্ড রয়েছে। এগুলি হয় পুনরায় ব্যবহার করা, না-হলে সার্টিফায়েড রিসাইকেলারদের বিক্রি করা হয়। ওয়ার্কশপের উচ্চ শক্তির চাহিদা পূরণের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপন্ন করার অংশ হিসেবে সোলার রুফটপ স্থাপন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক স্থায়িত্ব সম্পর্কিত এই ওয়ার্কশপ টিম সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিরও আয়োজন করেছে। রেটিং লাভ করার জন্য ওয়ার্কশপে ১০০ শতাংশ এলইডি লাইটিঙের ব্যবস্থা করে ওয়ার্কশপটি একটি নির্দিষ্ট অ্যানার্জি হ্রাসও অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সিপিএম বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

পাশাপাশি তাঁর প্রয়াণে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করেছেন। শামসুল হকের প্রয়াণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক গভীরভাবে শোকাহত হয়েছেন। তিনি পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এদিকে, বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হকের প্রয়াণে মন্ত্রী রতন লাল নাথ গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর স্বজনহারা পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর প্রয়াণে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, মন্ত্রী টিংকু রায় ও মুখ্য সচেতক কল্যানী রায়ও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।বিধায়ক শামসুল হকের প্রয়াণে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। এদিন সুদীপ বাবু বলেন, শামসুল হক একজন সজ্জন ব্যক্তি এবং পরোপকারি মানুষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যু বক্সনগর বিধানসভার মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। এদিন তাঁর মরদেহ সিপিএম মুখ্য কার্যালয়ে নেওয়া হয়েছে। সেখানে দলীয় কর্মীরা তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, মানিক দে সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, বক্সনগর কেন্দ্রের বিধায়ক শামসুল হকের অকাল প্রয়াণে বিধানসভায় সিপিএমের সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০। এখন ত্রিপুরায় ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে।

এসএফআই'র

● প্রথম পাতার পর

করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। তাই আজ নয় দফা দাবি নিয়ে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

দাসকে অপহরনের দায়ে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিখোঁজ ধুবড়ির লালকুড়া গ্রামের ১৬ বছরের বালিকা

ধুবড়ি (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর থানার অন্তর্গত লালকুড়া গ্রামের ১৬ বছর বয়সি এক বালিকা গত এক সপ্তাহ থেকে নিখোঁজ। তার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছেন পরিবারের সদস্যরা। খুঁজছে পুলিশও।পারিবারিক সূত্রের বক্তব্য, গত এক সপ্তাহ থেকে তাঁদের মেয়ে আতুফা খাতুন নিখোঁজ হয়ে গেছে। সম্ভাব্য সব স্থান এবং আত্মীয়স্বজনের বাসাবাড়িতে যোগাযোগ করেও তার কোনও খোঁজ পাচ্ছেন না তাঁরা। ইতিমধ্যে তার বাবা ফজরুল হক রূপসী দাওভাঙ্গি পুলিশ ফাঁড়িতে তাঁদের মেয়ের নিখোঁজ সংক্রান্ত এফআইআর দায়ের করেছেন।বাবা ফজরুল হক জানান, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঝগড়া করে সে তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন, রাগ কমলে সে ফিরে আসবে, কিন্তু রাত গড়িয়ে এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, তাঁদের মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। কোনও সদাশয় ব্যক্তি যদি আতুফা খাতুনের সন্ধান পান, তা-হলে মোবাইল ফোনের ৬০০২৪৩৫১১৪ অথবা ৬০০০৮২৮৯৩ নম্বরে জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন বাবা ফজরুল হক।

অসমের নিষ্ঠাবান দুই বনকর্মীকে জাতীয় পুরস্কার

গোলাঘাট (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : অসমের দুই বনকর্মীকে প্রদান করা হবে জাতীয় পুরস্কার। ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রালয় এ জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যাঘ্র প্রকল্পে কর্মরত ও নিষ্ঠাবান বনকর্মীকে এই বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে থাকে।জাতীয় পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত দুই বনকর্মী যথাক্রমে নামেরি জাতীয় উদ্যানে কর্মরত অমৃত দলে এবং দীপ কলিতা। অমৃত দলের বাড়ি গোলাঘাট জেলার বোকাখাতের ধনশিরিমুখে। ঝাড়খণ্ডের করবেট ব্যাঘ্র জাতীয় উদ্যানে আগামী ২৯ জুলাই বিশ্ব ব্যাঘ্র দিবসের দিন আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ সেবার জন্য তাঁদের জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হবে।

নগাঁওয়ের কলিয়াবরে বাজেয়াপ্ত হেরোইন, গ্রেফতার চার

নগাঁও (অসম), ১৯ জুলাই (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরের চুলুং দলাপানি এলাকায় পুলিশের নাকা পয়েন্টে উদ্ধার ২৮টি কন্টেইনার সহ ৫.০৫০ গ্রাম হেরোইন এবং নগদ ১২,৮০০ টাকা। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে চার মাদক পাচারকারীকে।চুলুং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মৃদুল দেবনাথের নেতৃত্বে নাকা পয়েন্টে এএস ১২ এএফ ১৫২৪ নম্বরের একটি টিভিএস স্কুটি আটকে তাতে তালাশি চালিয়ে হেরোইন ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছেন অভিযানকারী পুলিশের দল। ধৃত চারজনকে ঢেকিয়াজুলির মনোজ তামাং, চারিদুয়ারের প্রকাশ রায়, অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেঙের জেমস সিকম এবং কলিয়াবরের ১ নম্বর বরঘূলির বাসিন্দা আব্দুল শাহিদ বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ।পুলিশ অফিসার মৃদুল দেবনাথ জানান, ধৃতদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বিজেপির জয়ী প্রার্থীর তৃণমূলে যোগদান

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৯ জুলাই (হি. স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরেও দেখা গেল সেই ভোটে জেতার পর দলবদলের ছবি। সবং ৩নং অঞ্চলের কানাইশোল বুথে বিজেপির জয়ী প্রার্থী গঙ্গা রানী সিং বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। সঙ্গে যোগ দেন ৬২ টি পরিবারের প্রায় ২৫০ কর্মী সমর্থক।পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে গ্রাম পঞ্চায়েতের আসনে জয়লাভ করেন গঙ্গা রানী সিং। কানাইশোল বুথের তৃণমূলের প্রার্থী পার্বতী মুর্মু হাঁসদাকে ১০৭ ভোটে হারিয়ে জয়ী হন তিনি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ ভালো লেগেছে তাই আমি বিজেপিতে থাকতে পারলাম না। তৃণমূলের যোগ দিলাম। তৃণমূল গ্রামের উন্নয়ন করবে তাই আমি যোগদান করেছি, পঞ্চায়েত প্রার্থী হিসেবে।পঞ্চায়েত ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই জেলায় জেলায় শুরু হয়ে গিয়েছে দলবদলের খেলা। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলের ও নির্দল হিসেবে জয়ী বেশ কিছু প্রার্থী তৃণমূলে যোগদান করেছেন।

ঘুম উড়েছে শান্তিপুরের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের

নদিয়া, ১৯ জুলাই (হি. স.) : গোটা শ্রাবণ মাস ধরেই বৃষ্টির কমবেশি পূর্বাভাস রয়েছে। বর্ষার জেরে বেড়েছে বিভিন্ন নদীর জলস্তর। রাতের ঘুম উড়েছে নদিয়ার শান্তিপুরের নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষদের। নদী ভাঙন ঠেকাতে প্রশাসনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানাচ্ছেন তাঁরা।উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। জলস্তর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একই ছবি ভাগিরথীতেও। আর ভাগিরথীর জলস্তর বাড়তেই নদী ভাঙনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় ফুঁসছে ভাগিরথী, অন্যদিকে তেমনই ভাঙন শুরু হলে কোথায় আশ্রয় নেবেন সেই আতঙ্কে দিন কাটছে এলাকাবাসীর।বর্ষায় ভাগিরথীর জলস্তর বৃদ্ধি নতুন কোনও ঘটনা নয়। আর তার ফলে শুরু হয় নদীর পাড় ভাঙন। যার জেরে কয়েকশো পরিবারকে ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় অন্যত্র। কেউ আশ্রয় নেন সরকারি স্কুলে, তো কেউ আবার মাথা গোঁজেন ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে। এবারেও বর্ষা শুরুর পর নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় নতুন করে আতঙ্কে শান্তিপুরের ভাগিরথী তীরবর্তী মানুষ।স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, নদী ভাঙন রোধের কাজ শুরু হলেওতা এখনও পর্যন্ত তা সম্পন্ন হয়নি। বর্ষা শুরু হতেই বেশ কয়েকটি জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই নদী ভাঙন রোধের কাজ যদি সঠিকভাবে না করা হয়, তাহলে এই বছর পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে।

মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়ছে

● প্রথম পাতার পর

সাথে সরকারি হাসপাতালের কিছু তফাত রয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালে যখনই যা দরকার তখনই করতে পারব। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে সেই স্বাধীনতা ছিল না, সাথে পরিকাঠামোরও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল বলেই তা সম্ভব হয়ে উঠে না। এখন অবশ্য সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসার পরিকাঠামো বৃদ্ধি হয়েছে। ডায়ালাইসিস আগে তেমন ছিল না। ২০০০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ডায়ালাইসিস সেন্টারের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কলকাতার বাইরে ছিলই না। তারপর আস্তে আস্তে কলকাতার বাইরে সেন্টার গড়ে উঠতে শুরু হল। এরপর কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের তহবিল মিলিয়ে প্রত্যেক জেলায় ডায়ালাইসিস সেন্টার গড়ে উঠেছে। চিকিৎসার পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে এবং তাতে রোগী উপকৃত হচ্ছেন।

প্রশ্ন : কিডনি রোগীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। ফলে এই রোগের চিকিৎসায় এক চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন এবং নিয়ে যাচ্ছেন। এই রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং বৃদ্ধি ঠেকাতে কি কি করণীয়?

উত্তর : মানুষের পরমায়ু বেড়েছে। ফলে কিছু অসুখ হবেই। আগে একটা রোগীর সুগার হল। সুগার ৩০-৪০ বছরে দেখা দিলে ৫০ বছর বয়সে তিনি মারা যেতেন। এখন চিকিৎসা শুরু হওয়ায় তার আয়ু বেড়েছে। কিন্তু সাথে অন্য রোগ যেমন হার্টের রোগ, কিডনি সমস্যা, স্ট্রোক ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। মানুষের গড় পরমায়ু বেড়েছে, সাথে বিভিন্ন রোগের জটিলতাও দিন দিন বাড়ছে। ডায়াবেটিস কিছু ঔষুধ বেরিয়েছে। ডায়াবেটিসের এমন ঔষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে ভবিষ্যতে কলস্টেরল, হার্টের সমস্যা, কিডনির সমস্যা ইত্যাদি কম হয়। নতুন ঔষুধ বেরিয়েছে তাতে কিডনির সমস্যা কমতে পারে। অন্যদিকে, প্রেসার আছে সুগার নেই। তাতে, হার্টের সমস্যা বা স্ট্রোক এড়ানো যাবে। কিন্তু কিডনির সমস্যা আটকানো যাবে এমন ঔষুধ এখনো বের হয়নি। নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি আটকানো যাচ্ছে না। তৃতীয় সমস্যা হল, যে কোন অসুখ থেকেই হোক সেটা নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার শুরু হয়ে কিডনি খারাপ হল সামান্য। তখন যদি চিকিৎসা করে আটকানো যায়, ক্রিয়েটিনিন ২ বা ২.৫ তে রাখা যায় তবে কিডনি ড্যামেজ স্লো করা যাবে। কিন্তু, পুরোপুরি আটকানো যাবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা মুশকিল। তবে, ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলেই কিডনি রোগ থেকে অনেকাংশে মুক্তি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : সাধারণ মানুষ কিভাবে মোকাবিলা করবেন?

উত্তর : সব ক্ষেত্রে মোকাবিলা সম্ভব নয়। আগে এক ধরণের নেফ্রাইটিস হতো সে ধরণের সমস্যা এখন অনেক কমে গেছে। সুস্থ লোক তার হঠাৎ নেফ্রাইটিস শুরু হল সেটা আটকানো যাবে তেমন চিকিৎসা এখনো আবিষ্কার হয় নি। বেশিরভাগ যা হচ্ছে, নেফ্রাইটিস হয়ে গেছে পড়ে পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে তার ইউরিণে প্রোটিন রয়েছে, বা ব্লাড বের হচ্ছে। কিন্তু যদি পরীক্ষা না করেন তাহলে সে জানতেই পারবেন না তার কিডনি সমস্যা শুরু হয়েছে। অনেকের কোন উপসর্গ থাকে না। ফলে তিনি জানতেই পারছেন না অসুখ আছে। স্কুল স্তরে ইউরিণ পরীক্ষা করা উচিত। বছরে অন্তত একবার পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া খুবই জরুরি। কিডনি সমস্যা সনাক্ত করার জন্য ইউরিণে প্রোটিন, ব্লাড, আরবিসি আছে কিনা, আল্ট্রা সাউন্ড করে দেখা সিস্ট বা স্টোন আছে কিনা, অথবা ইউরিয়া ক্রিয়াটিনিন নরমাল আছে কিনা তা দেখে নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন : কিডনির চিকিৎসায় প্রতিকূলতা যা এখনো কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি?

উত্তর : কিছু পরীক্ষা কলকাতায় হয় না। বাইরে থেকে করতে হচ্ছে। তাতে রেজাল্ট পুরোপুরি সঠিক নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, পরীক্ষার রিপোর্ট পেতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। যেমন কিডনি বায়োপসি, ঔষুধের লেভেল পরীক্ষা হয় না। পরীক্ষার ল্যাবোরেটরী দিল্লি, মুম্বাই হয়েছে কলকাতায় এখনো সম্ভব হয়নি।

প্রশ্ন : চিকিৎসক ঘাটতি মেটানো কতটা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর : কিডনি রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু, ছোট ছোট শহরে ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। হয়ত, ভবিষ্যতে অনেক বেশি চিকিৎসক হলে তখন বড় শহরের সাথে ছোট শহরেও ঘাটতি মিটবে। তবে, সেই লক্ষ্যে সরকারের এমন কোন পলিসি নেই। ফলে, জেলা স্তরে ডায়ালাইসিস সেন্টার কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াই চলছে।

প্রশ্ন : চিকিৎসার বাইরে জনসেবা?

উত্তর : কিছু কিছু জায়গায় করেছি। চারটে গ্রামে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের রক্ত, ইউরিণ পরীক্ষা করেছি। মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। অসুখ হটাৎ হয়নি। আগে পরীক্ষা করে দেখলে রোগ আগে ধরা পড়ত। ডাক্তারের কাছে আসছে না। সময় সময় পরীক্ষা করতে হবে। বাঙালিরা মিষ্টি বেশি খায়। চিলিতে কোন রেষ্টুরেন্টে খাবারে নুন দেওয়া যাবে না। দেশে আইন করে রেখেছে। এধরনের সচেতনতার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রশ্ন : আপনার দীর্ঘ কর্মময় জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছেন। এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর : কিডনি রোগের চিকিৎসাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য থেকেই আজীবন কাজ করে গেছি। একটি গবেষণাপত্র উপস্থাপনের জন্য বার্লিনের ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছি। এছাড়া, আমেরিকান সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি, রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস (গ্লাসগো), ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছি।

মুক্তির আগেই হিট 'ওপেনহাইমার'

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি.স.) : মুক্তি পেতে বেশ দেরি কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আগেই রীতিমত চর্চায় রয়েছে ক্রিস্টোফার নোলানের নতুন ছবি 'ওপেনহাইমার'। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ঘিরে তুঙ্গে উত্তেজনা।একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে মার্গট রবি এবং রায়ান গসলিংয়ের ছবি 'বার্বি'। ফলে সবটা মিলিয়েই এই দুই বিদেশি ছবি নিয়ে ভারতে উন্মাদনা তুঙ্গে। তবে ইতিমধ্যেই 'ওপেনহাইমার' ছবিটির প্রি বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।আর দর্শকদের থেকে বেশ ভালোই সাড়া পাচ্ছে ছবটি। শুধু সাড়া নয়, রীতিমত চমকে দেওয়ার মতো সাড়া পাচ্ছে এটি। ২১ জুলাই মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি। এদিনের সন্ধ্যা ৭টা এবং রাত ১০টার শোয়ের টিকিটের দাম ২,৪৫০ টাকা রাখা হয়েছে উল্লিখিত হলে।

সহজ সরল

● প্রথম পাতার পর

প্রথম কোনো সরকার সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপন করেছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেটে জনজাতিদের জন্য ৩৮.৪০ শতাংশ টাকা বরাদ্দ রাখেছিল। তেমনি ১৯-২০ অর্থবছরে জনজাতিদের জন্য সরকার খরচ করেছে বাজেটের ৩৯.৫২ শতাংশ অর্থ। প্রত্যেক বছর জনজাতিদের জন্য বাজেটে টাকা ৩১ শতাংশেরও বেশি রেখেছে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর কটাক্ষ, জনজাতিদের সার্বিক উন্নতির জন্য ত্রিপুরার সরকার যে বাজেট পেশ করেছে কতিপয় রাজনৈতিক দল ভুল তথ্য সেই জনজাতিদের কাছে তুলে ধরছে। বিধানসভায় রাজ্যের স্বার্থে গঠনমূলক আলোচনা না করে, ত্রিপুরার উন্নয়নকে ব্যহত করছে বিরোধী দল।

তাঁর দাবি, রাজনৈতিক দল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য রাজ্যের সহজ সরল জনজাতিদের বিভ্রান্ত করছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে কোনো রাজনৈতিক দল বর্তমান সরকারের মতো জনজাতিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াও।

শুটিং সেটে গুরুতর জখম রুবেল

কলকাতা,১৯জুলাই (হি.স.): গুরুতর আহত অভিনেতা রুবেল। শুটিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখোমুখি অভিনেতা। ভেঙে গিয়েছে দুটি গোড়ালি। আপাতত রয়েছেন তাঁর বারাসাতের বাড়িতে। বুধবার নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সে কথা জানিয়েছেন অভিনেতা।রুবেলের আঘাত লাগার কারনে শুটিং বন্ধ সিরিয়ালের। উঠে দাঁড়াতে পারছেন না নায়ক। তার জন্য চিন্তিত তাঁর প্রেমিকা শ্বেতা ভট্টাচার্যও। আচমকাই ঘটেছে এই ঘটনা। মন ভাল নেই নায়িকার। এই বিষয়ে অভিনেত্রী জানায়, খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন সে। সিরিয়ালে মারপিটের দৃশ্যে শুটিং চলছিল বাস থেকে লাফানোর একটি শট দিতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। যার উপরে তিনি লাফ দিয়েছিলেন সেই জায়গাটা এবড়ো খেবড়ো ছিল বুঝতে না পেরে পা ঘুরিয়ে পড়ে যান। পায়ে প্লাস্টার করা হয়েছে। বাথরুমের যাওয়ার জন্যেও দাঁড়াতে পারছেন না """।

াঙ্গন

হ্যান্ডবল খেলোয়াররা চাকরি প্রত্যাশী ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে দেখা করার আর্জি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজ্যের হ্যান্ডবল খেলোয়াড়রা ক্রীড়া মন্ত্রী সকাশে দেখা করতে চাইছেন। ত্রিপুরা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় তাঁরা ক্রীড়া মন্ত্রী সকাশে মিলিত হয়ে বিশেষ করে পুরস্কার বিজয়ী জাতীয় ও রাজ্যের সুনাম অর্জনকারী হ্যান্ডবল খেলোয়াররা চাকরির প্রত্যাশার কথা জানাতে চাইছেন। অন্যথায় খেলোয়াড়রা অনেকটাই হতাশাগ্রস্থ হচ্ছেন। সেই প্রেক্ষাপটে সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাইছেন। রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে দেখা করার সময় চেয়ে আবেদনপত্রে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে একসময় এ খেলোয়াড়রা জাতীয় মানের বিভিন্ন আসরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছেন এবং পুরস্কারও এনেছেন। কিন্তু বর্তমানে খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে কোনও রকম প্রশিক্ষকের চাকরি না পেয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। অনতিবিলম্বে তাদের চাকরির ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানিয়েছেন।

উজবেকিস্তানে এশিয়ান দাবায় গ্রুপে অষ্টম স্থান পেলো ত্রিপুরার আরাধ্যা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। অষ্টম স্থান পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাসকে। উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান দাবার বালিকাদের অনূর্ধ-৯ বিভাগের ক্লাসিক্যাল ইভেন্টে। ৯ রাউন্ডের আসর শেষ হয় বুধবার। তাতে সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে অষ্টম স্থান দখল করে আরাধ্যা। অনুজ কুমার এবং অঞ্জু দাসের একমাত্র মেয়ে আরাধ্যা আসরে ৫ টি ম্যাচে জয়, ১ টি ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ এবং ৩ টি ম্যাচে হেরে যায়। এর আগে র‍্যাপিড দাবায় দখল করেচিলো পঞ্চম স্থান। আসরে মঙ্গোলিয়ার তেলমুন ইদের সাড়ে ৭ পয়েন্ট পেয়ে এশিয়ার সেরা দাবাড়ুর সম্মান পায় ওই বিভাগে। প্রসঙ্গত: আসরে মোট ৩১ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। এবারের আসরের সাফল্য আরাধ্যার মনোবল বাড়ালো নিসন্দেহে বলা যায়। যা আগামীদিনে আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে। মেট্রিক্স চেস আকাদেমির কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন আরাধ্যা-কে।

NIT NO: e-PT-02/W/EE/RDMNP/2023-24 Dt, 19/07/2023

The Executive Engineer, R D Mohanpur Division, R D Department, Mohanpur, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 09/08/2023 for 2 (Two) nos RCC Foot Bridge works . For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2343329. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1502/23

Executive Engineer
RD Mohanpur Division
Mohanpur, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-20/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, Dt.17.07.2023

The Executive Engineer, RD. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to 3.00 P.M on 03/08/2023 for 04 (Four) nos Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1493/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
RD. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

Notice Inviting Short Quotation

Sealed Short Quotations are invited on behalf of Government of Tripura from the intending. bonafide Indian citizen and resourceful suppliers/vendors for supplying Pineapple sucker (local queen variety of Pineapple) upto plantation site for creation of Agro Forestry plantation under Sabroom Forest Sub-Division, Sabroom, South Tripura during the year 2023-24.
The detailed short quotation documents containing terms and conditions and specifications as mentioned below shall be available up to 2:00 pm of 26/07/2023 and the same may be opened on the same day at 4:00 pm, if possible in the office of the Sub-Divisional Forest Officer, Sabroom, South Tripura or otherwise next working day.

SN	Particulars	Specification of item to be supplied	Unit	Quoted rate (Fig in Rs.)	Remarks
1.	Pineapple	Good quality local queen Pineapple variety	1 nos		Exact quantity of materials required shall be intimated later on.

For details please visit https://forest.tripura.gov.in or notice board of the office of the undersigned.

ICA/C1490/23

Sd/- Illegible
SDFO, Sabroom

NOTICE INVITING e-TENDER
TENDER REF. No. F. 3(198)-MED/AC/2019-20(SUB-I1)

Date 18/07/2023

TENDER FOR "Rate contract for hiring of agency for e-filing Of TDS return under Income Tax for salaried employees, non-salaried (vendors) and filing of return of TDS under GST at Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala".

A Tender hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized local supplier/dealer/distributor in the state of Tripura for "Rate contract for hiring of agency for e-filing Of TDS return under Income Tax for salaried employees, non- salaried (vendors) and filing of return of TDS under GST at Agartala Government Medical College & G.B.P. Hospital, Agartala" Reference file no. F F.2(1-19)- AGMC/Purchase/PG Equip./2019,
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http: //tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is 09/6%/2023 up to 4:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, So bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.

Medical Superintendent & Head of Department
A.G.M.C & G.B.P. Hospital, Agartala.

ICA/C-1486/23

PMAY (G) Scheme

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পিএমএওয়াইজি ঘর অপেক্ষমান তালিকাভুক্ত (Annexure-D) নিম্নলিখিত বেনিফিশিয়ারিদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কালাছড়া আর.ডি. ব্লকের (Kalacherra R.D. Block) [illegible] অনুযায়ী আপনারা এই ব্লক এলাকায় থাকেন না অথবা আপনি PMAY-(G) ঘর নিতে অনিচ্ছুক। পরবর্তী সময়ে কালাছড়া আর.ডি. ব্লক অফিসের পক্ষ থেকে তদন্ত করেও পাওয়া যায়নি। অতএব আপনারা যদি সরকারী পিএমএওয়াইজি ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযথ প্রমাণপত্র সহ কালাছড়া আর.ডি. ব্লক (Kalacherra R.D. Block) অফিসের পিএমএওয়াইজি সেকশনে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম অপেক্ষমান তালিকা (PMAY(G), Annexure-D) থেকে বাদ দেওয়া হবে।

PMAY-(G) MIS অনুযায়ী আপনাদের নাম ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে Waiting list-এ আছে তা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

SL No	Name of Beneficiary	Father's Name	PMAY(G) ID	Name of GP/VC
1	2	3	4	5
1	Champa Roy	Chandan Roy	TR140137000	Barukandi GP

নিবেদক

স্বাঃ অস্পষ্ট
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
কালাছড়া আর.ডি. ব্লক, উত্তর ত্রিপুরা।

ICA/D-627/23

এস.এম.কাপ ফুটবল রাজ্য আসরে উদয়পুর থেকে খেলবে গরিয়া স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রাজ্য আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো উদয়পুর মহকুমার গরিয়া আকাদেমি। গোমিত জেলার ফাইনালে গরিয়া আকাদেমি পরাজিত করে অমরপুর মহকুমার অমরপুর স্কুলকে। গোমতি জেলা অনূর্ধ-১৭ এস এম কাপ ফুটবলে। চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে হয় আসর। সকালে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা সভাধিপতি দেবল দেবরায়।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন।
দপ্তরের উপ অধিকর্তা বণজিৎ বাগচি প্রমুখ। ফাইনালে কার্যত একতরফা খেলে মহকুমার গরিয়া আকাদেমি ২-০ গোলে পরাজিত করে অমরপুর মহকুমার অমরপুর স্কুলকে। বিজয়ী দলের পক্ষে ম্যাচের ২৩ মিনিটে রাজু জমাতিয়া এবং ২৯ মিনিটে আনন্ত পদ জমাতিয়া গোল করেন। এর আগে দিনের প্রথম ম্যাচে অমরপুর মহকুমার অমরপুর স্কুল ৩-০ গোলে পরাজিত করেছিলো করবুক মহকুমার যতন কুমার স্কুলকে। বিজয়ী দলের পক্ষে সমীরণ দেববর্মা হ্যাটট্রিক করে। ২১ জুলাই হবে অনূর্ধ-১৪ এস এম কাপ ফুটবলের গোমিত জেলার আসর। চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে হবে জেলা আসরটি।

বি-ডিভিশন ফুটবল : মৌচাককে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ ভারতরত্ন সংঘের

ভারতরত্ন সংঘ: ২(রাজেন্দ্র, কেলভিন) মৌচাক ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। দিন দিন অনেকটাই উন্নত ভারতরত্ন সংঘ। লীগে প্রথম দুটি ম্যাচে পরপর পরাজয়ের পর পুলিশের সঙ্গে ড্র করে মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে নিয়েছিল। কার্যত তার-ই ফলশ্রুতিতে আজ, বুধবার পেয়েছে প্রথম জয়ের স্বাদ। চতুর্থ ম্যাচের মাথায় ভারতরত্ন সংঘ প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মৌচাক ক্লাবকে হারিয়ে, ২-০ গোলের ব্যবধানে। পক্ষান্তরে মৌচাক নিজেদের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে চার-এক গোলে হারানোর পর ক্রমান্বয়ে তিন তিনটি ম্যাচে হেরে এখন অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত বি ডিভিশন লিগ ফুটবলের ১৪ তম ম্যাচে আজ, বুধবার ভারতরত্ন সংঘ ২-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে। দুই অর্ধে বিজয়ী দল দুটি গোল করেছে। প্রথমার্ধের ২৮ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল ভারতরত্ন সংঘের রাজেন্দ্র জমাতিয়ার পা থেকে। পরবর্তী সময়ে ভারতরত্নের ছেলেরা ব্যবধান বাড়ানোর লক্ষ্যে চেষ্টা করলেও পেরে উঠেনি। অপরদিকে মৌচাক গোল পরিশোধের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি, কিন্তু সফল হয়নি। উপরন্ত খেলার দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ ৫২ মিনিটের মাথায় কেলভিন জমাতিয়া আরেকটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-শূন্য করে নেয়। পরবর্তী সময়ে দুদলের মধ্যে পরস্পরের বিরোধী হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পরিলক্ষিত হলেও তৃতীয় গোলের সন্ধান আর কেউ দিতে পারেনি। এদিকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে রেফারি বিজয়ী দলের জাবোদিয়া জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, আদিত্য দেববর্মা, বিশ্বজিৎ দাস ও কার্তিক দাস। দিনের খেলা নাইন বুলেটস বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এনএসআরসিসি-তে ওপেন প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা শনিবার থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।।উন্মুক্ত প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতা শুরু ২২ জুলাই। দুদিনব্যাপী আসর হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। ২২ জুলাই সকাল সাড়ে ৯ টায় শুরু হবে প্রথম রাউন্ডের খেলা। আসরের প্রথম ১০ স্থানাধিকারী দাবাড়ুকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এছাড়া অনূর্ধ-৭, ৯,১১,১৩, ভেটারেন দাবাড়ু এবং সেরা মহিলা দাবাড়ুকে পুরস্কৃত করা হবে। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুকে ৫০০ টাকা এন্টি ফি সহ নাম জমাতি রাজ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। আসরে এন্টি নেওয়ার শেষ দিন ২১ জুলাই। খেলা পরিচালনা করবেন ফি ডে আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 20 July 2023, Thursday আগরতলা ২০ জুলাই, ২০২৩ ইং, ■ ৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

দিব্যাঙ্গজনেরা নিজেদের অসহায় ভাবার কোনও কারণ নেই : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। দিব্যাঙ্গজনেরা নিজেদের অসহায় ভাবার কোনও কারণ নেই। তারা সমাজের বোঝাও নন। রাজ্যে দিব্যাঙ্গজনেরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আজ সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষামন্ত্রী টিংকু রায় দিব্যাঙ্গজন বালক বালিকাদের ৩ মাসব্যাপী এক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন। নরসিংগড়স্থিত ইনস্টিটিউট ফর অ্যামপাওয়ারমেন্ট অব পার্সনস উইথ ভিজ্যুয়াল ডিসেবিলিটিস (দিব্যাঙ্গজন) কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ১০ জন করে দিব্যাঙ্গ বালক ও বালিকা অংশ নিয়েছে। তাদের বাঁশের ফুলদানি, বাঁশের ল্যাম্প, বাঁশের বোতল ও বিভিন্ন ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণমন্ত্রী টিংকু রায় আরও বলেন, সরকার সব সময় দিব্যাঙ্গজনদের পাশে রয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সরকার বর্তমান প্রজন্মকে আত্মনির্ভর হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এজন্য নানা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এখানে যারা প্রশিক্ষণ নেবেন আগামীদিনে চলার পথে তা সহায়তা করবে। বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা মার্কফেডের চেয়ারম্যান ক'ষধন দাস বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় রাজ্য সরকার নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন বামুটিয়া প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীলা দাস সেন। স্বাগত বক্তব্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা মিতা মল বলেন, ত্রিপুরা ব্যাম্ব মিশন এবং ত্রিপুরা হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম দপ্তরের প্রশিক্ষকগণ তাদের প্রশিক্ষণ দেবেন। কর্মশালায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নরসিংগড় গ্রাম প'ায়েতের প্রধান নিবেদিতা সাহা, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রা'ল, ডেপুটি কমিশনার অচিন্তম কিলিকদার সহ দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ।

ডিজিটাল ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন কর্মসূচিতে সাফল্যের জন্য ত্রিপুরা ভূমি সম্মান পুরস্কারে ভূষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ডিজিটাল ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন কর্মসূচিতে ৬টি বিষয়ে সাফল্য অর্জনের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য ভূমি সম্মান প্ল্যাটিনাম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। তাছাড়াও এই কর্মসূচিতে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা, খোয়াই, সিপাহীজলা, ঊনকোটি, ধলাই, গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকেও পুরস্ক'ত করা হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু গতকাল নয়াদিল্লির বি'ান ভবনের প্ল্যানারি হলে এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন। পুরস্কার স্বরূপ ট্রফি এবং শংসাপত্র দেওয়া হয়। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল এই সংবাদ জানিয়েছেন। প্রধান সচিব জানান, ভূমি সম্মান প্ল্যাটিনাম পুরস্কার প্রদানের জন্য ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের ভূমি সম্পদ দপ্তরের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দেশের ৯টি রাজ্য এবং ৬৮টি জেলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধান সচিব জানান, ডিজিটাল ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন কর্মসূচিতে যে ৬টি বিষয় রয়েছে সেগুলি হলো ল্যাণ্ড রেকর্ডস কম্পিউটারাইজেশন, ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপের ডিজিটাইজেশন, ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপের সাথে আরওআরক্ষ্মএর সংযোগ, রেজিস্ট্রেশনের কম্পিউটারাইজেশন, ল্যাণ্ড রেকডর্সের সাথে রেজিস্ট্রেশনের সুসংহত করা, মডার্ন রেকর্ড রুম। প্রধান সচিব বলেন, এই পুরস্কার রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের। রাজ্য সরকারের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি স্বীক'তি পাচ্ছে। তাছাড়াও তিনি ডিজিটাল ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড রেকর্ডস মর্ডানাইজেশন কর্মসূচির ৬টি বিষয়ের অগ্রগতিতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগসমূহ তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজ ওয়াহিদ এ, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা তড়িৎ কান্তি চাকমা, ভূমি লেখ্য ও বন্দোবস্ত অধিকারের উপঅধিকর্তা শান্তিময় দেববর্মা, সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর তাপস চৌধুরী ও রাজস্ব দপ্তরের যুগ্ম সচিব প্রদীপ আচার্য্য।

ধর্মনগরে আগরচাষীদের নিয়ে সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে রাজ্যের আগরচাষীদের নিয়ে আজ এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট চন্দ্রপ্রকাশ গোয়েল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট আর কে পাণ্ডে, পিসিসিএফ কে এস শেঠি, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব ড. কে শশীকুমার ও বন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ। সম্মেলনে উত্তর ত্রিপুরা জেলা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলার আগরচাষীগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ৮ জন সেরা আগরচাষীকে পুরস্ক'ত করা হয়। সম্মেলনে বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ আগরচাষীদের সাথে মতবিনিময় করেন। সম্মেলনে অ্যাডিশনাল পিসিসিএফ প্রবীন আগরওয়াল জানান, ২০২১ সালের ১৯ জলাই রাজ্যে ত্রিপুরা আগরউড পলিসি প্রণয়ন করা হয়েছে।

সম্মেলনে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আগরউড পলিসি প্রণয়ন করার পর গত ২ বছরে রাজ্য বন দপ্তর আগরচাষীদের সুবিধার্থে কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়। অ্যাডিশনাল পিসিসিএফ জানান, বন দপ্তর রাজ্যের আগরচাষীদের স্বার্থে গত দুই বছরে ২৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত দুই বছরে রাজ্যে ২০ লক্ষ আগরের চারা রোপণ করা হয়েছে। এমজিএন রেগার মাধ্যমে ৫০০ জন আগরচাষীকে চারাগাছ দেওয়া হয়েছে। আগর ব্যবসায়ীদের জন্য বিভিন্ন নিয়মাবলির সরলীকরণ করা হয়েছে। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার এইচ ভিগনেশ।

ফটিকরায় বিধানসভার কাঞ্চনবাড়িতে নির্মান হচ্ছে দশ শয্যা বিশিষ্ট কাঞ্চনবাড়ি হাসপাতালের নতুন ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। ফটিকরায় বিধানসভার কাঞ্চনবাড়িতে নির্মান হচ্ছে দশ শয্যা বিশিষ্ট কাঞ্চনবাড়ি হাসপাতালের নতুন ভবন। বুধবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে ভবনের নির্মান কাজ খতিয়ে দেখলেন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক সুধাংশু দাস। পরিদর্শনকালে কাজের বরাতপ্রাপ্ত স্থানীয় ঠিকেদারের গাফিলতিতে কাজে অনেকটাই ত্রুটি নজরে আসে মন্ত্রী সহ দপ্তরের আধিকারিকদের। দ্রুত এসব ত্রুটি কাটিয়ে ভবনের নির্মান কাজ সম্পন্ন করার বার্তা দেন মন্ত্রী। এদিন মন্ত্রীর সাথে ছিলেন ঊনকোটি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর জেবি ডার্লং সহ পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে কাঞ্চনবাড়ি স্কুল এবং বিদ্যুৎ নিগমের কাঞ্চনবাড়ি সাব ডিভিশন অফিসও পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। বিদ্যুৎ নিগমের অফিস পরিদর্শনকালে অফিসের কর্মীদের গড় হাজির দেখতে পেয়ে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী নিজে। হাজিরা খাতায় কর্মীদের নামদামও স্পষ্টভাবে লেখা নেই বলে জানান মন্ত্রী। বিদ্যুৎ নিগমের অফিস পরিদর্শনকালে মন্ত্রী দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত মন্ত্রীকে জানাতে নির্দেশ দেন। কাঞ্চন বাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ বেগমের কাজকর্মে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী।

কল্যাণপুরে বেআইনী কাঠ উদ্ধার করল বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ জুলাই।। কল্যাণপুরে অবৈধ কাঠ উদ্ধার করতে ফরেস্ট প্রটেকশন টিমের এক বিশাল সদস্য কল্যাণপুরের খামারটিলায় হানা দেয় বুধবার। মহিলা সহ এলাকা বাসী দের প্রতিরোধের মুখেও বন দপ্তর চোরাই কাঠ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এরপর এই টিম শান্তিনগর থেকেই চোরাই কাঠ উদ্ধার করে।এই টিমে কল্যাণপুর থানার পুলিশ সহ খোয়াই, চম্পকনগর, তেলিয়ামুড়া সহ একাধিক এলাকার প্রটেকশন টিমের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট প্রটেকশন টিমের ইনচার্জ সুপ্রিয় দেবনাথ, কল্যাণপুর এর ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সূর্য চরণ দেববর্মা প্রমুখ। খামার টিলা পৌঁছে তারা যখন অবৈধ কাঠ আটক করেন তখন স্থানীয় মহিলা সহ পুরুষ দের বাধার সম্মুখীন হন। স্থানীয়রা বন দপ্তরের গাড়ি থেকে চেরাই কাঠ নামিয়ে নিতে উদ্যত হয়। শুরু হয় প্রচন্ড বাকবিতন্ডা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে যে বোলেরো গাড়ি টি মঙ্গলবার বন দপ্তরের গাড়িকে মুখোমুখি ধাক্কা দেয় এবং সাত জন বন কর্মী কে আহত করে সেই গাড়ির মালিক এই লোকনাথ দেবনাথই। বুধবার খামারটিলার বাড়িতে তাকে পাওয়া যায় নি। সে বর্তমানে পলাতক। বন দপ্তর এর জনৈক অফিসার জানান লোকনাথ দেবনাথ কে গ্রেপ্তার করতে সব দিকে নজর রাখা হচ্ছে। যে কোন সময় সে গ্রেপ্তার হতে পারে।জনৈক বিধান দেবনাথের বাড়ি থেকে প্রটেকশন ইউনিট এর টিম বুধবার কাঠ উদ্ধার করে খামার টিলায়। কিন্তু মহিলা সহ এলাকাবাসীর প্রচন্ড বাধার সামনে যখন বন দপ্তরের এই বিশাল টিম প্রায় নিরুপায় সেই সময় খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা বন আধিকারিক সাবির কান্তি দাসকে। তিনি আসার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। প্রায় ৭০ ফুট কাঠ উদ্ধার করে বন কর্মীরা। উল্লেখ্য মঙ্গলবার এর ঘটনায় কল্যাণপুর থানায় একটি মামলা নথি ভুক্ত হয় বন দপ্তরের পক্ষে। আই পি সি এবং ফরেস্ট এক্ট এ মামলা হয়। মামলার নাম্বার ২১/২৩ আন্ডার সেকশন ৩৫৩/৩৩৩/৩৮২/৩৪ আই পি সি এবং ফরেস্ট এক্ট এর ২৬/৩৩/৪১/৪২ নাম্বার ধারায়। মোট তিন বন দস্যুর বিরুদ্ধে মামলা করে বন দপ্তর। এরা হলো লোকনাথ দেবনাথ, সুকান্ত দেবনাথ, এবং সঞ্জিত সরকার। খামারটিলার অভিযানের পর বন দপ্তরের বিশাল টিম চলে যায় কল্যাণপুরের শান্তিনগরে। সেখানে মালিক বিহীন প্রায় ২০০ ফুট অবৈধ কাঠ উদ্ধার করা হয়। যদিও খামারটিলার কাঠের ও মালিকের কোন সুনির্দিষ্ট হদিস পায় নি বন দপ্তর। তবে দপ্তরের অনুমান এই কাঠ কুখ্যাত বন দস্যু লোকনাথ দেবনাথেরই।

সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গকুলনগরে আইনী সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। সমাজ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে পুলিশ নাগরিক সম্পর্ক ও আইন নিয়ে গকুলনগর রাস্তার মাথায় কমিউনিটি হল ঘরে এক সচেতনামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব , বিচারপতি এন সি দাস পিএসি সচিব এস ভট্টাচার্য, এসডিপিও পান্নালাল সেন , সমাজসেবক গৌরাঙ্গ ভৌমিক সহ পঞ্চায়েত প্রধান ও জনগণ।মাননীয় বিচারপতি আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন পুলিশের যত ক্ষমতা আছে তার মধ্যে গ্রেফতারের ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ গ্রেপ্তার মানুষের স্বাধীনতা ও মানুষের মর্যাদা অধিকারকে ক্ষুন্ন করে। পুলিশের দ্বারা যত গ্রেপ্তার হয় তার ৬০ শতাংশ অপ্রয়োজনীয় এবং বেআইনি। পুলিশকে গ্রেপ্তারের আগে নালিশের সত্যতা সম্পর্কে যাচাই করতে হবে এবং ভিত্তিহীন সন্দেহবাসে শুধুমাত্র নালিশের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার আইন সংগত নয় বলে জানান। আরো বলেন পুলিশ ও নাগরিকের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে তার মধ্যেই সমাজকে সুশৃংখল করা সম্ভব। তাছাড়া আলোচনা করেন কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব।

বিধায়কের মৃত্যুতে রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশনের মাঠে ৭৪ তম রাজ্যভিত্তিক বনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও বক্সনগর এর বিধায়ক সামসুল হকের মৃত্যুর কারণে বনমহোৎসব বাতিল করা হয়। উদ্বোধন করার কথা ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার। উনি উপস্থিত হয়েছিলেন ধর্মনগরে। কিন্তু সিপিআইএম দলের বক্সনগরের বিধায়ক শামসুল হকের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। রাজ্যভিত্তিক বন মহোৎসবকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে দুপুর একটা নাগাদ ধর্মনগর ফরেস্ট দপ্তরের উদ্যোগে আগর চাষীদেরকে নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপ্রকাশ গোয়েল ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট ভারত সরকার, এইচ বিজনেস উত্তর জেলা ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার, প্রবীণ আগারওয়াল ডাইরেক্টর এন সি ই সহ অন্যান্যরা। আধিকারিকরা গাছে জল ঢেলে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কামেশ্বর, কালাছড়া কদমতলা, কুর্তি পানিসাগর বিভিন্ন এলাকার সমস্ত আগর চাষিরা।

হাসপাতালে ভর্তি কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ জুলাই (হি. স.) : অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। অসুস্থতার খবর তিনি নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন।তৃণমূল নেতা ফেসবুকে লিখেছেন, 'ভার্টিগোর প্রবল কামড়। মাথাঘোরা, বমি। দাঁড়ানোর সমস্যা। কুড়ি দিনে দুবার। ওষুধ কাজ করছে না, ইনজেকশন নিয়ে ঘুমোতে হল। এখন হাসপাতালে ভর্তি। পরীক্ষা চলছে। চার পাঁচদিন যোগাযোগের বাইরে থাকতে হবে। আফশোস। কিন্তু শরীর সাড়া দিচ্ছে না।'এই পোস্টের পরেই নেতার শুভাকাঙ্খিরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রসঙ্গত, ফুটবল ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। সেই সময় তাঁর পায়ে চোট লাগে। জানা গিয়েছিল, তাঁর ফিবুলা হাড় ভেঙে গিয়েছে। এরপর সেটার সার্জারিও করা হয়। তিনি সুস্থ হয়ে রাজনৈতিক ময়দানেও ফিরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন কুণাল। বর্তমানে ভার্টিগোর সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি তৃণমূল নেতা।

রামনগরে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত তিনজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। রামনগর তিন নম্বর থেকে দুই নম্বরের দিকে আসা টিআর ০১ সি ২৯৯৪ নম্বরের গাড়ির চালক মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে এসে টিআরপি বি ৪০২২ নম্বরের অপর একটি অটোতে সজোরে ধাক্কা মারে। এই অটোতে থাকা চালকসহ তিনজন আহত হয়। তার মধ্যে গুরুতর অবস্থায় আহত তিনজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় রামনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে মতামত তো গাড়ির চালকের অসাবধানতা ও দ্রুতগামীতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

সরকারী জমিতে অবৈধভাবে শূকর পালন বন্ধ করতে পারছে না তহশিল অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। অভিযোগ জানানোর পরও সরকারী জমিতে অবৈধভাবে শূকর পালন বন্ধ করতে পারছেনা স্থানীয় তহশিল অফিস। এই অভিযোগে তহশিল অফিসের কর্মীদের ভেতরে রেখেই অফিসের দরজায় তালা ঝুলালো ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। ঘটনা ফটিকরায় থানাধীন কাঞ্চনবাড়ি চার নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা বিভাষ দাস দীর্ঘদিন ধরেই কাঞ্চনবাড়ি তহশিল অফিস সংলগ্ন নিজ বাড়ির পাশেই একটি সরকারী জমি দখল করে চালাচ্ছেন শূকরের খামার। এর ফলে খামার থেকে নির্গত দূর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষ। ঘটনা জানিয়ে মামলা হয়েছে থানায়ও। বিগত চার বছর ধরে এই সমস্যা চলে আসলেও নেই এর কোন সুরাহা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, সম্প্রতি মামলার শুনানিতে বিভাষ দাসের পক্ষেই রায় দেন বিচারক। এতে অসন্তোষ্ট অভিযোগকারীরা। ক্ষুব্ধ হয়ে তারা কাঞ্চনবাড়ি তহশিল অফিসে হাজির হন এবং অফিসে তালাবন্ধ করে রাখেন তহশিলদার সহ অন্যান্য কর্মীদেরকে। দীর্ঘক্ষন আন্দোলনের খবর পেয়ে ছুটে যান ডিসিএম। পরে আন্দোলনকারীদের থেকে দুদিনের সময় চেয়ে বিষয়টি মীমাংশার আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করান খোদ ডিসিএম।

মিজোরামে ভোটার তালিকা থেকে ৬ হাজারের বেশি ব্রু ভোটারের নাম কর্তন

আইজল, ১৯ জুলাই (হি.স.) : মিজোরামে ভোটার তালিকা থেকে ৬ হাজারের বেশি ব্রু ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। ২০২০ সালে ব্রু—দের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পর ত্রিপুরায় বসতি স্থাপনের জন্য তাঁদের নাম রাজ্য ভোটার তালিকা থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

মিজোরামের নির্বাচন দফতর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের তিন জেলা যথাক্রমে মামিত, কোলাশিব এবং লুংলেই—এর নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের ছয় হাজারের বেশি ব্রু ভোটারের নাম ছাটাই করা হয়েছে।সূত্র জানিয়েছে, আগামী ২ আগস্ট খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ব্রু ভোটারদের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান সংশোধনী প্রক্রিয়ার পর আগামী ৪ অক্টোবর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা।প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে ওই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ওই চুক্তির বলে ত্রিপুরায় আশ্রিত ৫,৪০০ রিয়াং পরিবারের ৩৪ হাজার উদ্বাস্তুর স্থায়ী পুনর্বাসন হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। প্রত্যেক পরিবার পিছু এককালীন চার লক্ষ টাকার ফিক্সড ডিপোজিট করা হবে, যা দু'বছর পর নগদে পাওয়া যাবে। এছাড়া দু-বছর যাবৎ প্রতিটি পরিবারকে নিঃশুল্ক রেশনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি মাসিক ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকটি পরিবারের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে দেড় গণ্ডা করে ভূমির উপর দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে গৃহনির্মাণ করে দেওয়ার ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।ওই চুক্তি সম্পাদনের পর ইরোনেট (ইআরও-নেট)-এর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশন ব্রু ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। কিন্তু মিজোরামের প্রধান নির্বাচন আধিকারিক পদে মধুপ ব্যাস দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের নির্বাচন দফতরের প্যান্ডিং সব কাজ দ্রুত শেষ করতে পদক্ষেপ নেন।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে মিজোরামের মামিথ জেলার দুয়াপায় মিজো বনরক্ষীকে নৃশংসভাবে খুন করেন ব্রু উগ্রবাদীরা। তার পর থেকে মিজোরামে রিয়াংদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। বহু ব্রু গ্রাম মিজোদের হিংসার আগুনে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তখন আত্মরক্ষায় ভিটেমাটি ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে মিজোরামের ব্রু জনগোষ্ঠী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিতে শুরু করেন। মিজোরামের মামিথ, কোলাশিব এবং লুংলেই জেলা থেকে হাজার হাজার শরণার্থী ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরে অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নেন। মানবিকতার খাতিরে ত্রিপুরায় মিজোরামের ব্রু জাতিগোষ্ঠীর অসহায় পরিবারগুলিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করে তদানীন্তন রাজ্য সরকার।

বাস দুর্ঘটনা আহত বহু শিশু

রাঁচি, ১৯ জুলাই (হি. স.) : রাঁচির মাউন্ট কারমেল স্কুলের বাস বুধবার ওরমানঝি থানা এলাকায় অবস্থিত ইরবায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় বাসে থাকা ১২ জনের বেশি শিশু আহত হয়েছে। সব শিশুকে কুরেস্তা গ্লোবাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে তিন শিশুর অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে স্কুল বাসে ৪০ জন শিশু ছিল বলে জানা গেছে তথ্য অনুযায়ী, স্কুল বাসের ব্রেক বিকল হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। শিশুদের অভিভাবকরাও হাসপাতালে পৌঁছেছেন। এ নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সমস্ত রাজ্য সরকারকে স্কুল বাসের জন্য জারি করা নির্দেশিকাগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য দাবি করছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ত্রিপুরা যুক্তিবাদী বিচার মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুলাই।। বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে দশম শ্রেণী সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা যুক্তিবাদী বিকাশ মঞ্চ। আজ ব্যানার প্লেকার্ড নিয়ে যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা শিক্ষা ভবনে। এর আগে সংগঠন রাজ্যের নানা প্রান্তে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সহ-সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই দাবির সমর্থনে গণস্বাক্ষর অভিযান সংঘটিত করে। এদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল এসসিআর টি অধিকর্তার কাছে গণস্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি সহ পাঠ্যপুস্তকে বিবর্তনবাদের পুনর্বহালের দাবী জানায়। সংগঠন মনে করে বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ মানবজাতির বিকাশের এক প্রামাণ্য ও সুসংবদ্ধ ধারণা দেয়। তা ছাত্র-ছাত্রীদের জানা অবশ্যই প্রয়োজন। এনসিআরটি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানায় সংগঠন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।